জাগরণ THE FIRST DAILY OF TRIPURA
Founder : J.C.Paul Former Editor : Paritosh Biswas
JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-26 ■ 31 October, 2025 ■ আগরতলা ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ১২ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

STATUE OF UNITY
এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত

সত্যমেব জয়তে
Government of India

একতা দিবস

৩১শে অক্টোবর

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের

১৫০তম জন্মবার্ষিকীতে
কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে
সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছে

প্রধানমন্ত্রী
শ্রী নরেন্দ্র মোদী
ভারতের লৌহ মানবকে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন এবং
তাঁর স্মৃতিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন

আসুন, এই একতা দিবস উপলক্ষ্যে নিজেদের জেলায়
অনুষ্ঠিত 'রান ফর ইউনিটি'তে সকলে যোগদান করি এবং
এক ভারত, আরও ভারতের ভাবনাকে আরও শক্তিশালী করে তুলি

একতা দিবসের অনুষ্ঠান

- একতা প্যারেড
- ব্রাস ব্যান্ড পরিবেশনা
- ঘোড়া কুকুর এবং উটের কন্টিনজেন্ট
- মহিলা শিল্পীদের মার্শাল আর্ট প্রদর্শনী
- বিএসএফ ডগ (দেশীয় প্রজাতি) শো
- ডেয়ারডেভিল রাইডারদের পরিবেশনা
- স্কুল ব্যান্ড পরিবেশনা
- ভারতীয় বায়ুসেনার এয়ার শো
- "লৌহ-পুরুষ"-সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জীবনের ওপর ভিত্তি করে একটি নাট্য উপস্থাপনা
- একতা আলোক উৎসব উদযাপন
- রাজ্যের ১লা নভেম্বর থেকে ১৫ই নভেম্বর ভারত পর্বের অন্তর্গত প্রদর্শনী

"দেশকে একাধিক করার লক্ষ্যে সর্দার প্যাটেলের অপরিসীম ত্যাগকে সম্মান জানাতেই এই রাষ্ট্রীয় একতা দিবস। আশা করি, এই দিনটি আমাদের সমাজে ঐক্যের বন্ধন আরও শক্তিশালী করবে।"
- নরেন্দ্র মোদী

CBC 22201/13/0020/2526

তারিখ ঃ ৩১শে অক্টোবর, ২০২৫ | স্থান ঃ প্যারেড গ্রাউন্ড, স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, একতা নগর, গুজরাট | সময় ঃ সকাল ৭.০০টা থেকে

ডিডি নিউজে অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হবে

জাগরণ আগরতলা,৩১ অক্টোবর,২০২৫ ইং
১৩ কার্তিক, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ ইন্দিরা প্রয়াণ দিবস

ভারতের প্রথম এবং এখন পর্যন্ত একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রয়াণ দিবস হলো ৩১ অক্টোবর। ১৯৮৪ সালের এই দিনেই তিনি তাঁহার দুই দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন।ঘটনা: ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর, নয়া দিল্লিতে নিজের বাসভবনের বাগানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার দুই শিখ দেহরক্ষী বেয়ান্ত সিং এবং সৎবন্ত সিং-এর গুলিতে নিহত হন।কারণ: তাঁর মৃত্যুর পেছনের মূল কারণ ছিল সেই বছরের জুনে স্বর্ণমন্দিরে শিখ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান, যাহা ”অপারেশন ব্লু স্টার” নামে পরিচিত। শিখ সম্প্রদায়ের একাংশ এই অভিযানকে তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতির ওপর আঘাত বলিয়া মনে করিয়াছিল, যাহার প্রতিশোধ নিতেই দেহরক্ষীরা তাঁহাকে হত্যা করে।

এই দিনটি দেশজুড়িয়া যথাযথ মর্যাদায় পালিত হয়। তাঁহাকে স্মরণ করা হয় দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার জন্য তাঁহার আত্মত্যাগ এবং দেশের জন্য তাঁহার সাহসী পদক্ষেপের জন্য।ইন্দিরা গান্ধী তাহার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে দৃঢ়চেতা মনোভাব, দুঃসাহসী সিদ্ধান্ত এবং দেশের প্রতি গভীর নিষ্ঠার জন্য ”ভারতের লৌহমানবী” হিসেবে পরিচিত।

রাজনৈতিক সঙ্কট বা আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও তিনি তাহার সিদ্ধান্তে অটল থাকিতেন।

তিনি দরিদ্র ও পিছিয়ে পড়া মানুষের কল্যাণে বিশ্বাসী ছিলেন এবং ”গরিবি হটাও” স্লোগানের মাধ্যমে তাহা ফুটাইয়া তোলেন। দেশের সার্বভৌমত্ব ও ঐক্য বজায় রাখিতে তিনি যেকোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত ছিলেন, এমনকি তার জীবন বিপন্ন হইলেও।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ (১৯৬৯) - যাহার উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে দেশের বৃহত্তর মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। রাজন্য ভাতা বিলুপ্তি। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভারত জয়লাভ করে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই সাফল্যের জন্য অটল বিহারী বাজপেয়ী তাঁহাকে ”দেবী দুর্গা” নামে অভিহিত করেন।

প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা ১৯৭৪ সালে পোখরানে ভারতের প্রথম পারমাণবিক পরীক্ষা (স্মাইলিং বুদ্ধ) তাঁহার নেতৃত্বেই সম্পন্ন হয়। ”অপারেশন ব্লু স্টার”-এর নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি, যাহা ছিল তাঁহার জীবনের শেষ কঠিন সিদ্ধান্ত।

কৃষি ও পরিবেশ সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে খাদ্য উৎপাদনে স্বনির্ভর করিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। তিনি পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন ছিলেন এবং ১৯৭২ সালে স্টকহোম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে এক অমোচনীয় ছাপ রাখিয়া গেছেন। বিতর্ক ও কঠিন সময়ের মোকাবিলা করিয়াও তিনি দেশকে শক্তিশালী, আধুনিক এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পরিচিত করিয়া তুলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। দেশের জন্য তাঁহার ত্যাগ ও অবদান আজও স্মরণীয়। তাঁর দৃঢ়চেতা ও বিতর্কিত পদক্ষেপের জন্য ভারতীয় ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করিয়া আছেন। তাঁহার শাসনকালের প্রধান উল্লেখযোগ্য হলো:অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। ১৯৬৯ সালে তিনি ১৪টি প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করেন। এর মূল লক্ষ্য ছিল ব্যাঙ্ক পরিষেবাকে বৃহত্তর মানুষের কাছে, বিশেষ করিয়া কৃষক ও গ্রামীণ মানুষের কাছে পৌঁছিয়া দেওয়া এবং অর্থনৈতক ক্ষমতাকে একচেটিয়া হাত থেকে মুক্ত করা।১৯৭১ সালে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের শাসকদের দেওয়া বিশেষ সুযোগ-সুবিধা এবং বার্ষিক ভাতা বাতিল করা হয়।

১৯৭১ সালের সাধারণ নির্বাচনে দারিদ্র্য দূরীকরণের গরিবি হটাও স্লোগান তাঁহাকে ব্যাপক জনপ্রিয়তা আনিয়া দিয়াছিল। এটি তাঁহার প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রবিন্দু ছিল। তাঁহার শাসনামলে কৃষিক্ষেত্রে উচ্চ-উৎপাদনশীল বীজ, উন্নত সেচ ব্যবস্থা এবং সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বাড়িয়া যায় এবং ভারত খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও বাংলাদেশের সৃষ্টি। এটি তাঁহার শাসনকালের সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। তাঁহার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ভারত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা যুদ্ধে সহায়তা করে, যাহার ফলস্বরূপ বাংলাদেশ নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে তিনি আন্তর্জাতিক চাপের মুখেও নিজের অবস্থানে অটল ছিলেন।তাঁহার সময়েই ভারত প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড পারমাণবিক পরীক্ষা চালায়। এটি ভারতকে পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সিকিমের জনগণের ইচ্ছানুসারে গণভোটের মাধ্যমে সিকিমকে ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে বন্ধুত্ব চুক্তি।যুদ্ধ ও ভূ-রাজনৈতিক হুমকির মুখে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া দেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন।বিতর্কিত ও সমালোচিত দিক

জরুরী অবস্থা ঘোষণা।১৯৭৫ সালের জুন মাসে অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণ দেখাইয়া তিনি ২১ মাসের জন্য দেশজুড়িয়া জরুরী অবস্থা জারি করেন। এই সময় নাগরিক অধিকার ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব করা হইয়াছিল এবং বহু রাজনৈতিক বিরোধী নেতাকে বিনা বিচারে আটক করা হইয়াছিল। এটি ছিল তাঁহার শাসনকালের সবচেয়ে বিতর্কিত অধ্যায়।নকশালবাড়ি আন্দোলনের মতো গণমুখী আন্দোলনগুলিকে কঠোর হাতে দমন করিবার জন্য তিনি সমালোচিত হইয়াছিলেন।

অপারেশন ব্লু স্টার। পাঞ্জাবের বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ জঙ্গিদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ হিসেবে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অভিযান। দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় এটি একটি চরম সিদ্ধান্ত হইলেও, এর ফলে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হয়, যাহা পরবর্তীতে তাঁহার হত্যাকাণ্ডের কারণ হয়।

এই সকল পদক্ষেপের কারণে ইন্দিরা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে এক শক্তিশালী, জনপ্রিয় এবং একই সাথে চরম সমালোচিত নেত্রী হিসেবে পরিচিত।

সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টিভঙ্গি এবং আজকের জাতীয় ঐক্যের অর্থ

গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী,
ভারত সরকার

প্রতি বছর, স্বাধীন ভারতের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মবার্ষিকীকে সম্মান জানাতে ভারত ৩১শে অক্টোবর দিনটিকে ''জাতীয় ঐক্য দিবস' হিসেবে পালন করে। তখন প্যাটেলের মতো খুব কম ব্যক্তিত্বই ছিলেন যিনি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি এতটা দৃঢ়ভাবে গঠন করেছিলেন যে, ১৯৪৭ সালের পর ৫৬০টিরও বেশি দেশীয় রাজ্যকে একত্রিত করে একটি একক রাজনৈতিক সত্তা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্যাটেলের বাস্তববাদ, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা দেশভাগের পর উপমহাদেশকে টুকরো করতে বাধা দিয়েছিল। জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ এবং জম্মু ও কাশ্মীর হয়তো অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার প্রত্যয় এবং সংকল্পের জন্য এরও নিষ্পত্তি হয়েছিল। তিনি যে ঐক্যের ধারণাটি তুলে ধরেছিলেন তাতে কখনও অভিন্নতা ছিল না; এটি ছিল আবহমান ঐতিহ্যে আবদ্ধ মন ও হৃদয়ের একটি সংযুক্তি। এই বিশ্বাসটি বিস্তৃত বৈচিত্র্য এবং নতুন আকাঙ্ক্ষার যুগে ভারতের নোঙর হিসেবে রয়ে গেছে।

২০১৪ সালে প্যাটেলের জন্মদিনকে জাতীয় ঐক্য দিবস হিসেবে উদযাপনের সিদ্ধান্তে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এটা মেনে যে, ঐক্য কোনও স্থির সত্য নয় বরং জাতীয় পুনর্নবীকরণের একটি প্রবহমান পদক্ষেপ। এদিন, সারা দেশের সমস্ত স্কুল, নাগরিক সংগঠন এবং সর্বোপরি নাগরিকরা দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য অঙ্গীকার পুনরায় ব্যক্ত করেন। এদিন ঐক্যের জন্য দৌড়ের মতো অনুষ্ঠানগুলি প্যাটেলের সম্মিলিত পদক্ষেপের আহ্বানকে মূর্ত করে তোলে - আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে দেশপ্রেমকে আবেগ থেকে অংশগ্রহণের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

এ বছর তাঁর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী একতা নগরে ১৮২ মিটার উঁচু স্ট্যাচু অফ ইউনিটির কাছে বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হবে - যা প্যাটেলের দেশ গঠনের ঐতিহ্যের প্রতি একটি স্মারক শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়ে উঠবে। এদিন সাংস্কৃতিক কুচকাওয়াজ, রাজ্যগুলির ট্যাবলো এবং ৯০০ জনেরও বেশি শিল্পীর পরিবেশনা এই ধারণাটি উদযাপন করে তুলবে যে ভারতের শক্তি তার বহু কণ্ঠস্বরের মধ্যেই নিহিত।

যে দেশে ভাষা, ধর্ম এবং মানুষ ঐতিহ্যের প্রাচুর্যের সাথে সহাবস্থানে রয়েছে, সেখানে সংস্কৃতি দীর্ঘকাল ধরে ঐক্যের সবচেয়ে স্থায়ী বন্ধন হিসেবে কাজ করে আসছে। জোনাল কালচারাল সেন্টার থেকে শুরু করে জাতীয় জাদুঘর পর্যন্ত সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি ঐতিহ্যকে গণতন্ত্রীকরণের জন্য কাজ করছে, যাতে কোনও অঞ্চল জাতীয় আখ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ না করে।

এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত-এর মতো কর্মসূচি, ভাষা, রন্ধনপ্রণালী এবং শিল্পের বিনিময়ের জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে এই চেতনাকেই প্রাতিষ্ঠানিক করে তুলবে। মহারাষ্ট্রের শিক্ষার্থীরা বিহু শেখে অথবা আসামের তরুণ শিল্পীরা পুনেতে লাবণী মঞ্চস্থ করে, তারা প্যাটেলের ধারণা অনুশীলন করছে যে একে অপরকে জানাই হল একসাথে দাঁড়ানোর প্রথম পদক্ষেপ।

পর্যটনও সংহতির একটি হাতিয়ার। দেখো আপনা দেশ প্রচারণা এবং একটি উন্নত ইনক্রেডিবল ইন্ডিয়া ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম নাগরিকদের তাদের নিজস্ব ভূমি অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করবে - পাঞ্জাবের স্বর্ণমন্দির থেকে কেরালার ব্যাকওয়াটার পর্যন্ত, আসামের চা বাগান থেকে রাজস্থানের মরুভূমি পর্যন্ত। শুধুমাত্র ২০২৪ সালে, অভ্যন্তরীণ পর্যটন ২৯৪ কোটি ভ্রমণের পরিসংখ্যানকে অতিক্রম করেছে, যা ভারত সম্পর্কে ভারতীয়দের মধ্যে কৌতূহল এবং গর্বের উত্থানেরই একটি প্রতিফলন।

স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদের মতো প্রকল্পগুলি স্থানীয় জীবিকা তৈরিতে পরিকাঠামোরও অতিরিক্ত কিছু করছে।

যখন নাগাল্যান্ডের একজন মহিলা গুজরাট থেকে আসা দর্শনার্থীদের জন্য একটি হোমস্টে চালান অথবা যোধপুরের একজন কারিগর তামিলনাড়ুর ভ্রমণকারীদের কাছে কারুশিল্প বিক্রি করেন, তখন তারা পণ্যের চেয়ে বেশি ভাব বিনিময় করেন - তারা এমন অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন যা প্রজাতন্ত্রকে আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলছে।

প্যাটেল শিক্ষা দিয়েছিলেন, ঐক্য প্রতিটি প্রজন্মের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য একটি কাজ। উদাসীনতা, অজ্ঞতা এবং আঞ্চলিকতার খণ্ডিত প্রবণতার বিরুদ্ধে এটিকে রক্ষা করতে হবে। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের পাঁচটি সংকল্প - পঞ্চ প্রাণ - ২০৪৭ সালের দিকে ভারতের যাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে জাতীয় সংহতির অঙ্গীকার স্থাপন করবে।

২০২৫ সালে ভারত যখন সর্দার প্যাটেলের জন্মের সার্ধ শতবর্ষ উদযাপন করছে, তখন লৌহমানবের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা মার্বেল বা স্মৃতিতে নয়, বরং প্রতিটি ভারতীয়কে একই জাতীয় গল্পের অংশ বোধ করা নিশ্চিত করার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, জাদুঘর প্রদর্শনী, অথবা রাজ্য জুড়ে ভ্রমণের মাধ্যমে, অংশগ্রহণের প্রতিটি কাজ এই সভ্যতাকে একত্রিত করে এমন অদৃশ্য সুতোগুলিকে শক্তিশালী করে তুলবে।

সর্দার প্যাটেলের কথায় এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর পুনরুল্লেখ, ঐক্য হল ভারতের ভাগ্যের উপায় এবং লক্ষ্য হল- এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত উভয়ই।

‘জলের অন্তর্ধান’ কেবল পরিবেশগত সঙ্কট নয়, বরং এটি এক গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটও

বিশ্বজিৎ বৈদ্য
(বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক)

জলজীবনের অপরিহার্য উপাদান, যার অনুপস্থিতিতে মানব সভ্যতা তো দূরের কথা, এককোষী প্রাণের অস্তিত্বও সম্ভব নয়। পৃথিবীর প্রায় ৭০ শতাংশ জলের অধিকারী হলেও, তার মাত্র ২.৫ শতাংশই মিষ্টি জল এবং তারও কম অংশ মানুষের ব্যবহারের উপযোগী (UN-Water, ২০২৩)। এই সামান্য ভগ্নাংশের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে কৃষি, শিল্প, নগরজীবন এবং সামাজিক পরিকাঠামো। ভারতের মতো একটি ঘনবসতিপূর্ণ, কৃষিনির্ভর ও দ্রুত শিল্পায়নমুখী দেশে জলসম্পদের ভারসাম্য ক্রমেই ভেঙে পড়ছে (NITI Aayog, ২০১৯)। জল সঙ্কট আজ কেবল শুষ্ক অঞ্চলের সমস্যা নয়, বরং তা ভারতের প্রায় প্রতিটি প্রদেশেই ছড়িয়ে পড়ছে নানাভাবেঅতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন, বৃষ্টিপাতের অনিয়ম, দূষণ, নগরায়ণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জটিল প্রভাবের মাধ্যমে (World Bank, ২০২১)। এই সঙ্কটের ভয়াবহ দিক হলো এর ‘অদৃশ্যতা’জল নিঃশেষ হচ্ছে নিঃশব্দে, ভূগর্ভে, আমাদের চোখের আড়ালে। নাসার GRACE স্যাটেলাইট তথ্য অনুসারে, পৃথিবীর দ্রুততম হারে ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষ হচ্ছে ভারতবর্ষে (Rodell et al., ২০১৮)। ভারতের কেন্দ্রীয় ভূগর্ভস্থ জল বোর্ড (CGWB)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশের প্রায় ১৭ শতাংশ ব্লক ইতিমধ্যেই ‘অতিরিক্ত উত্তোলিত’ (over-exploited) অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত (CGWB, ২০২৩)। অথচ কৃষিক্ষেত্রে ৮০ শতাংশেরও বেশি জল ব্যবহৃত হয়, যার বেশিরভাগই অকার্যকর সেচব্যবস্থায় নষ্ট হয়ে যায় (FAO, ২০২০)। এই প্রেক্ষাপটে ‘জলের অন্তর্ধান’ কেবল পরিবেশগত সঙ্কট নয়, বরং এটি এক গভীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সঙ্কটও। জলকে ঘিরে ভবিষ্যতে যুদ্ধ, অভিবাসন ও কৃষিনাশের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না (Biswas and Tortajada, ২০২২)।ভারতের উন্নয়নের ভবিষ্যৎ এই জল ব্যবস্থাপনার ওপরই নির্ভর করছেএটাই এই প্রবন্ধের মূল অনুসন্ধান।

ভারতের জলসঙ্কটের কারণ একক নয়; এটি প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট এবং নীতিগত ব্যর্থতার সম্মিলিত ফল। দেশের অর্থনীতি যেমন ক্রমশ জলনির্ভর হয়ে উঠেছে, তেমনি সেই সম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণে সামঞ্জস্যহীনতা ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। নিচে ভারতের জলসঙ্কটের মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করা হলো ভারতের জলসঙ্কটের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো ভূগর্ভস্থ জলের নিঃশেষন। প্রায় ২৫ মিলিয়ন টিউবওয়েল বা হ্যান্ডপাম্প প্রতিদিন কোটি কোটি লিটার জল উত্তোলন করছে কৃষি ও গৃহস্থালির চাহিদা মেটাতে (CGWB– ২০২৩)। নাসার GRACE স্যাটেলাইট পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবিশেষ করে পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশেভূগর্ভস্থ জলস্তর বছরে গড়ে ০.৫ মিটার হারে নিচে নেমে যাচ্ছে (Rodell et al., ২০১৮)। সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ভূগর্ভস্থ জলের পুনর্ভরণ (recharge) এবং উত্তোলনের মধ্যে অসামঞ্জস্যতা। কৃষিতে বিদ্যুতের ভর্তুকি ও বিনামূল্যে সেচজল সরবরাহের কারণে কৃষকেরা নির্বিচারে টিউবওয়েল ব্যবহার করছেন (Shah, ২০২১)। এর ফলে জলস্তর নিচে নেমে যাচ্ছে, মাটির লবণাক্ততা বাড়ছে এবং জলাধারের পুনর্জন্ম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ভারতের জলচক্র বর্ষা নির্ভর। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ভারতীয় মৌসুমী বর্ষা ক্রমশ অনিয়মিত ও স্থানিকভাবে বৈচিত্র্যময় হয়ে পড়ছে (IMD, ২০২২)। কিছু অঞ্চলে অস্বাভাবিক অতিবৃষ্টি, আবার অন্যত্র দীর্ঘ খরাএই বৈপরীত্য জলসম্পদের বণ্টন ও সংরক্ষণে গভীর প্রভাব ফেলছে (World Bank, ২০২১)। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে হিমালয়ের হিমবাহ দ্রুত গলছে, ফলে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রাথমিকভাবে জলপ্রবাহ বাড়লেও দীর্ঘমেয়াদে নদীর জলপ্রবাহ হ্রাসের আশঙ্কা রয়েছে (Immerzeel et al., ২০২০)। দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানার মতো রাজ্যগুলোতে বর্ষা অনিয়মিত হওয়ায় ভূগর্ভস্থ জলের ওপর চাপ আরও বেড়েছে।

ভারতের নগর ও শিল্পাঞ্চল দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে, কিন্তু জলব্যবস্থাপনা ততটা উন্নত হয়নি। শহরগুলিতে হ্রদ, পুকুর ও জলাধার ভরাট করে আবাসন প্রকল্প গড়ে ওঠায় প্রাকৃতিক নিষ্কাশন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়েছে (TERI, ২০২৩)। বেঙ্গালুরু একসময় ‘লেক সিটি’ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু আজ তার বেশিরভাগ জলাশয়ই দখল বা দূষিত (Sharma and Singh, ২০২৩)। শিল্পাঞ্চলে অপরিশোধিত বর্জ্যজল সরাসরি নদীতে ফেলা হচ্ছে, যা শুধু জলের গুণমান নষ্ট করছে না, বরং ভূগর্ভস্থ জলকেও বিষাক্ত করছে (CPCB, ২০২৪)। ভারতে প্রতিদিন প্রায় ৬২ বিলিয়ন লিটার বর্জ্যজল উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে মাত্র ৩৭ শতাংশ সঠিকভাবে পরিশোধিত হয় (NITI Aayog, ২০১৯)। ভারতের কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে জলসঙ্কটের বড় কারণ হলো অদক্ষ সেচব্যবস্থা। প্রায় ৮০ শতাংশ জল কৃষিতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু এর অর্ধেকেরও বেশি অপচয় হয় ‘ফ্লাড ইরিগেশন’-এর মতো পুরোনো পদ্ধতিতে (FAO, ২০২০)। তুলা, ধান বা আখের মতো উচ্চ জলনির্ভর ফসলও এই সমস্যাকে তীব্র করছে (Shah, ২০২১)। ড্রিপ ইরিগেশন, স্প্রিঙ্কলার বা মাইক্রো- ইরিগেশন প্রযুক্তি কিছু রাজ্যে চালু হলেও তা এখনও সীমিত পর্যায়ে (NITI Aayog, ২০১৯)। জল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজন কৃষিনীতির পুনর্গঠন ও ফসল বৈচিত্র্যকরণ (crop diversification) (Biswas and Tortajada, ২০২২)।

বনাঞ্চল হলো প্রাকৃতিক স্পঞ্জ, যা বৃষ্টির জল ধরে রাখে ও ভূগর্ভে পৌঁছাতে সাহায্য করে। কিন্তু ভারতের বনভূমির দ্রুত হ্রাস জলাধারগুলির স্বাভাবিক পুনর্জন্ম প্রক্রিয়া ব্যাহত করছে (MoEFCC, ২০২৩)। জলাধার, খাল, বিল ও পুকুরগুলো ক্রমশ বর্জ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে, ফলে স্থানীয় জলধারণ ক্ষমতা নষ্ট হচ্ছে (Goswami, ২০১৬)। হিমালয়ের ঢালে অতিরিক্ত নির্মাণকাজ, পাহাড়ি বন উজাড় এবং বৃষ্টিপাতের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণে পাহাড়ি নদীগুলোয় ভরাট ও ক্ষয়প্রক্রিয়া বেড়েছে (Singh and Negi– ২০২১)। এর ফলে বর্ষার জল দ্রুত নেমে যাচ্ছে, কিন্তু ভূগর্ভেপ্রবেশ করছে নাফলত শুষ্ক মৌসুমে জলাভাব দেখা দিচ্ছে।

শুধু জলের পরিমাণ নয়, গুণমানেরও দ্রুত অবনতি ঘটছে। শিল্পবর্জ্য, কৃষিজ রাসায়নিক, নিকাশি ও প্লাস্টিক দূষণ নদীগুলিকে ‘জলাশয়’ নয়, ‘বর্জ্যাশয়ে’ পরিণতকরছে (CPCB, ২০২৪)। গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী ও সাবরমতীসব নদীর জলমান WHO মানদণ্ডের নিচে (TERI, ২০২৩)। বিশেষতশহরাঞ্চলে দূষিত ভূগর্ভস্থ জল মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক বিপদ সৃষ্টি করছে। আর্সেনিক, ফ্লোরাইড ও নাইট্রেট দূষণ এখন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনস্বাস্থ্যের সঙ্কটে পরিণত (World Bank, ২০২১)।

ভারতের জলনীতি এখনও খণ্ডিত ও রাজ্যভিত্তিক। ‘Inter State River Water Disputes Actó (১৯৫৬) থাকা সত্ত্বেও আন্তঃরাজ্য নদী-বিবাদ সমাধান হয়নিকাবেরী, গোদাবরী ও মহানদীর বিতর্ক তার প্রমাণ (Ramaswamy, ২০২০)। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, তথ্যের স্বচ্ছতার অভাব, এবং স্থানীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণহীনতা জল ব্যবস্থাপনার প্রধান বাধা (NITI Aayog, ২০১৯)। ‘জলকে অর্থনৈতিক সম্পদ’ হিসেবে বিবেচনা করার পরিবর্তে একে এখনও ‘অসীম প্রাকৃতিক সম্পদ’ হিসেবে দেখা হয়। ফলে নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে ফাঁক ক্রমেই বাড়ছে (Biswas and Tortajada, ২০২২)।

ভারতের জলসঙ্কট একটি সমানভাবে ছড়িয়ে থাকা সমস্যা নয়; বরং এটি এক গভীর ভৌগোলিক ও সামাজিক বৈষম্যের প্রতিফলন। দেশের একাংশে জল বন্যা, অন্যদিকে খরাএই বৈপরীত্য ভারতের জলব্যবস্থাপনার জটিল বাস্তবতাকে তুলে ধরে। জলপ্রাপ্যতার এই অসাম্য সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো, গ্রামীণ—নগর বিভাজন, এবং লিঙ্গভিত্তিক পরিশ্রমের ভারেও প্রতিফলিত হয়।

ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে নদীর প্রাচুর্য্য থাকলেও দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে দীর্ঘস্থায়ী জলস্বল্পতা দেখা যায়। গঙ্গা—ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা ভারতের মোট জলসম্পদের প্রায় ৬০ শতাংশেরও বেশি ধারণ করে, অথচ এই অঞ্চলের জনসংখ্যা প্রায় ৪০ শতাংশ (CWC, ২০২৩)। অন্যদিকে, দক্ষিণাঞ্চলে গোদাবরী---কৃষ্ণা অববাহিকায় জনসংখ্যা বেশি হলেও জলপ্রাপ্যতা অনেক কম (World Bank, ২০২১)। তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও মহারাষ্ট্রে আন্তঃরাজ্য নদীজল ভাগাভাগি নিয়ে সংঘাত দীর্ঘদিনেরবিশেষত কাবেরী নদী নিয়ে বিরোধ ভারতের ফেডারেল কাঠামোরও এক বড় পরীক্ষা (Ramaswamy, ২০২০)। এই বিরোধ শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং কৃষি, শিল্প ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে।

ভারতের পূর্বাঞ্চলবিশেষত পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও অসমেজলসম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও ব্যবস্থাপনার অভাব ও অবকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয় না (NITI Aayog, ২০১৯)। বন্যা---প্রবণ এলাকা হওয়ায় এই অঞ্চলে জল সংরক্ষণকে এক সঙ্কট হিসেবে দেখা হয় না; বরং অতিরিক্ত জলকে বিপদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে পশ্চিম ভারতের রাজস্থান ও গুজরাতে মরুপ্রবণ ভূপ্রকৃতির কারণে জলসঙ্কট প্রাত্যহিক বাস্তবতা (FAO, ২০২০)। রাজস্থানের ভূগর্ভস্থ জলস্তর বছরে গড়ে ০.৬ মিটার হারে নিচে নামছে, এবং ২০৫০ সালের মধ্যে সেখানে পানীয় জলের প্রাপ্যতা অর্ধেকে নেমে আসার আশঙ্কা রয়েছে (CGWB, ২০২৩)।

ভারতের জলসম্পদ বণ্টনে অন্যতম তীব্র বৈষম্য গ্রামীণ ও নগর অঞ্চলের মধ্যে। নগরাঞ্চলে পাইপলাইনের মাধ্যমে জলপ্রাপ্তি তুলনামূলক বেশি হলেও, গ্রামীণ ভারতে এখনও প্রায় ১৬ কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে (UN-Water, ২০২৩)। চেন্নাই, দিল্লি ও বেঙ্গালুরুর মতো শহরে জলাভাব ও ভূগর্ভস্থ জল নিঃশেষের খবর যেমন নিয়মিত শোনা যায়, তেমনি গ্রামীণ ভারতে মৌসুমি খরার সময় মহিলাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হয় জলের সন্ধানে (TERI, ২০২৩)। শহরে জলের দাম বাজারে নির্ধারিত হলেও, গ্রামে তা শ্রম ও সময়ের বিনিময়ে অর্জিত হয় এটাই ভারতের জলবণ্টনের এক নীরব বৈষম্য (Biswas and Tortajada, ২০২২)। জলসঙ্কটের সামাজিক মাত্রা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে নারীর জীবনে। গ্রামীণ ভারতে পরিবারের জলসংগ্রহের দায়িত্ব মূলত নারীর উপরই বর্তায় (Census of India, ২০১১; UNDP, ২০২২)। প্রতিদিন গড়ে একজন গ্রামীণ নারী ২—৪ কিলোমিটার পথ হাঁটেন পানীয় জলের জন্য (World Bank, ২০২১)। এর ফলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও আয়ের সুযোগ মারাত্মকভাবে সীমিত হয়ে যায়। অন্যদিকে প্রান্তিক জাতি ও উপজাতি জনগোষ্ঠী জলপ্রাপ্যতার দিক থেকেও বঞ্চিত। শহরে বস্তি অঞ্চলে নিরাপদ জলের প্রবেশাধিকার প্রায় নেই বললেই চলে (Sharma and Singh, ২০২৩)। সামাজিক শ্রেণি ও জলপ্রাপ্তির এই সম্পর্ক ভারতের পরিবেশ- বিচার (environmental justice)- এর প্রশ্নে নতুন মাত্রা যোগ করেছে (Joshi, ২০২০)।

জলাভাব শুধু একটি পরিবেশগত সমস্যা নয়; এটি এখন এক জীবিকা ও অভিবাসনের সংকট। দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মারাঠওয়াড়া, বিদর্ভ বা পশ্চিম রাজস্থানের মতো অঞ্চল থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ কাজের সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছে (Deshpande, ২০২১)। এই ‘জল অভিবাসন’ (water migration) গ্রামীণ অর্থনীতিকে দুর্বল করে, এবং নগর এলাকায় চাপ বাড়ায়। পানীয় জলের অভাব, কৃষিজ উৎপাদন হ্রাস ও ঋণ—বদ্ধতা একত্রে সামাজিক টানাপোড়েন বাড়াচ্ছেবিশেষ করে কৃষকের আত্মহত্যা প্রবণতার সঙ্গে এই জলসঙ্কটের সম্পর্ক বহু গবেষণায় উঠে এসেছে (Shah, ২০২১; NITI Aayog– ২০১৯)।

দূষিত জল ও অপ্রতুল স্যানিটেশন এখনো ভারতের জনস্বাস্থ্যের অন্যতম প্রধান সঙ্কট। WHO-এর হিসাব অনুযায়ী, ভারতে প্রতিদিন প্রায় ২, ০০০ জন মানুষ জলবাহিত রোগে মারা যায় (WHO ২০২২)। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসামের বিস্তীর্ণ এলাকায় আর্সেনিক দূষিত জল পান করার ফলে ক্যান্সার ও চর্মরোগের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে (CPCB, ২০২৪; TERI, ২০২৩)। জলসঙ্কট খাদ্যনিরাপত্তাকেও প্রভাবিত করছে। কৃষিক্ষেত্রে জলাভাবের ফলে ধান, গম, আখ ও ফল—সবজির উৎপাদন কমে যাচ্ছে, যা গ্রামীণ পুষ্টির ভারসাম্য নষ্ট করছে (FAO, ২০২০; Biswas and Tortajada, ২০২২)। ভারতের জল সঙ্কট আজ আর ভবিষ্যতের কোনো আশঙ্কা নয়, বরং এক কঠিন বর্তমান বাস্তবতা। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সিন্ধু ও গঙ্গা—যমুনার তীরে বিকশিত হয়েছিল, আর আজ সেই দেশেই কোটি মানুষ নিরাপদ পানীয় জলের অভাবে ভুগছে। বিভিন্ন গবেষণা দেখিয়েছে যে, ভারতের প্রায় ৬০ শতাংশ ভূগর্ভস্থ জলাধার বিপজ্জনকভাবে নিঃশেষের পথে (Central Ground Water Board, ২০২৩)। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনিয়মিত বর্ষা, তীব্র তাপপ্রবাহ এবং নদীগুলির প্রবাহ হ্রাস জলসম্পদের উপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করছে (World Bank, ২০২২)।

এই সঙ্কট কেবল প্রাকৃতিক নয়, বরং নীতি ও ব্যবস্থাপনার ব্যর্থতার ফলও বটে। ভারতের জলনীতি (National Water Policy, ২০১২) জলকে ‘অর্থনৈতিক পণ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবায়নের অভাবে স্থানীয় স্তরে জলবণ্টনের বৈষম্য বেড়েছে। শহরাঞ্চলে জল সরবরাহের আধুনিকব্যবস্থা থাকলেওগ্রামীণ ও পার্বত্য এলাকায় মানুষ এখনও প্রাকৃতিক উৎসের ওপর নির্ভরশীল। ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিকবৈষম্য আরও প্রকটহচ্ছে (NITI Aayog, ২০২৩)। তবুও আশার আলো আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিভিন্ন রাজ্যে রেইনওয়াটার হারভেস্টিং, মাইক্রো—ইরিগেশন, এবং জল পুনঃপ্রক্রিয়াকরণেরমতো উদ্যোগ কার্যকরহচ্ছে। স্থানীয়পঞ্চায়েতও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির অংশগ্রহণও বেড়েছে। যদি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহ জলব্যবস্থাপনায় সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, তবে ভারত এই জলসঙ্কট থেকেউত্তরণেরপথ খুঁজে পেতে পারে (Sharma and Singh, ২০২১)। অবশেষেবলা যায়, জলেরঅন্তর্ধান কেবল পরিবেশগত সংকট নয়এটি সামাজিক, অর্থনৈতিকও নৈতিকসংকটও বটে। এইটেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) অর্জনের জন্য জলসম্পদ সংরক্ষণ ও ন্যায্য বণ্টনকেজাতীয়অগ্রাধিকারেরস্তরেস্থান দিতেহবে। আগামী ভারতেরভবিষ্যৎ নির্ভরকরছেআজকের জলনীতিরদিকনির্দেশনারওপর। সময় এসেছে জলকে ‘অসীম সম্পদ’ নয়, বরং ‘সীমিত জীবনভিত্তিক সম্পদ’ হিসেবে পুনর্বিবেচনা করার (UNESCO, ২০২২)।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-26 ■ 31 October, 2025 ■ আগরতলা ৩১ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ১২ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা নং তিন

বিহারে নির্বাচনী জনসভায় রাহুল-তেজস্বীর বিরুদ্ধে মোদীর তোপ

"দু'জনই দুর্নীতির যুবরাজ"

পাটনা, ৩০ অক্টোবর ।। বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার মুজফরপুরে এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন। তিনি দু'জনকে আখ্যা দিলেন "দুর্নীতির যুবরাজ" বলে এবং কংগ্রেস—আরজেডি জোটকে তুলনা করলেন "তেল ও জল"-এর সঙ্গে "একই গ্লাসে থাকতে পারে না," বললেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদির কথায়, "এই নির্বাচনের আসল খবর আমার বিরুদ্ধে কটূক্তি নয়, বরং আরজেডি ও কংগ্রেসের ভেতরের লড়াই।" তিনি আরও বলেন, "গতকাল দুই তথাকথিত যুবরাজ দেখানোর চেষ্টা করেছিল যে তাদের মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব নেই, কিন্তু আসলে ক্ষমতার লোভই তাদের এক করেছে।"

জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই দুই যুবরাজ মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দোকান খুলেছে একজন দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারের যুবরাজ, আর অন্যজন বিহারের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবারের যুবরাজ। দু'জনেই জামিনে মুক্ত।"

মোদি আরও যোগ করেন, "এরা দিনরাত মোদিকে গালাগাল করে, কারণ তারা সহ্য করতে পারে না যে এক গরিব ও পিছিয়ে পড়া পরিবারের মানুষ আজ এই স্থানে পৌঁছেছে। যারা নামদার, তারা স্বাভাবিকভাবেই কামদারকে অপমান করবে।" তিনি অভিযোগ করেন, "হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতির মামলায় এই দু'জনই জামিনে আছে। এরা আমাকে অপমান করলেই খুশি হয়। কিন্তু এতে দেশের মানুষ বিভ্রান্ত হবে না।"

বিহার সফরের এই জনসভা থেকেই প্রধানমন্ত্রী এনডিএ'র নির্বাচনী প্রচার আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেন, এর আগে তিনি ২৪ অক্টোবর সমস্তিপুর ও বেগুসরাইয়ে সভা করেছিলেন।

মোদির দাবি, "কংগ্রেস—আরজেডি জমানায় সম্মান বা পুরস্কার দেওয়া হত তাদেরই, যারা রাজনৈতিক মালিকদের পায়ে মাথা রাখত। এই মানসিকতা নিয়ে তারা কখনও গরিবের উন্নয়ন করতে পারবে না।"

তিনি আরও বলেন, "সমাজের ন্যায়বিচারের নামে আরজেডি—কংগ্রেস জোট শুধু বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এরা বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকরের ভাবনা ও উত্তরাধিকারের প্রতি অবমাননা করেছে। যেখানে সমগ্র দেশ আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানায়, সেখানে এরা তাঁর নাম মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে। বিজেপি—এনডিএ সরকার সেই পথেই চলছে, যা আম্বেদকর দেখিয়েছিলেন।"

ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, "আমরা 'বিএইচআইএম' নামে একটি ডিজিটাল লেনদেন প্ল্যাটফর্ম চালু করেছি, যা মোবাইল ফোনে সহজেই টাকা পাঠানো ও গ্রহণের সুযোগ দিচ্ছে। এটি আম্বেদকরের ভাবনা থেকেই অনুপ্রাণিত।"

উল্লেখ্য, বিহার বিধানসভা নির্বাচন দুই দফায়, ৬ ও ১১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে ১৪ নভেম্বর।

ঘুমন্ত অবস্থায় মহিলাকে নৃশংসভাবে গলা কেটে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। মিজোরাম সীমান্তবর্তী কালাগাঙ গ্রামে এক মহিলাকে ঘুমন্ত অবস্থায় গলা কেটে নির্মমভাবে খুন করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র রাতাবাড়ি এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোরবেলা, রামকৃষ্ণনগর থানার অন্তর্গত রাতাবাড়ি পুলিশ স্টেশন এলাকার কালাগাঙ গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত মহিলার নাম তেরাই বিবি (৪৫)। বৃহস্পতিবার ভোররাতে নিজের স্বামী নেজাম উদ্দিন-এর সঙ্গে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। ঠিক সেই সময় গ্রামেরই এক পরিচিত ব্যক্তি ঘরে ঢুকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় মহিলার গলায় কোপ মারে এবং পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই মৃত্যু হয় তেরাই বিবির। পরে মৃতদেহটি চেরাগি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে রাতাবাড়ি থানার ওসি বিমল কাফ্রে ছেত্রী ও ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসার অমিত রায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেন। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড।

মৃতার স্বামী নেজাম উদ্দিন জানান, "আমরা দু'জন পাশাপাশি ঘুমিয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকে আমার স্ত্রীর গলায় কোপ মেরে পালিয়ে যায়। আমি তাকে চিনতে পেরেছি।"

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতদেহটি করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। হত্যাকাণ্ডের পর থেকে অভিযুক্ত ঘাতক পলাতক, এবং তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

এই নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র রাতাবাড়ি ও সীমান্তবর্তী এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

ডাইনি সন্দেহে খুন, তিন মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ডাইনি সন্দেহে মহিলাকে খুনের অভিযোগে সিধাই থানার পুলিশ তিনজন মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। আগামীকাল তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

উল্লেখ্য, সিধাই থানাধীন অভিচরণ এলাকার মাগরাই দেববর্মার স্ত্রী নন্দরাণী দেববর্মাকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে নৃশংসভাবে পিটিয়ে পরে খুন করা হয়েছিল গত ২৬ অক্টোবর। পরবর্তী সময়ে মিশনারী নিয়ম অনুযায়ী মৃতদেহ দাফন করে গোটা ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা করেছিল। হত্যাকারীদের চাপে প্রথমে মুখ না খুললেও মৃত নন্দরাণী দেববর্মার ছোট বোন সোনাই বৈরাগী পাড়ার বাসিন্দা তক্ষিতি দেববর্মা এর প্রতিবাদে সরব হন। ২৮ অক্টোবর রাতে সিধাই থানায় মামলা দায়ের করা হয়।

পরে পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মোট তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। তারাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ

দুধ উৎপাদনে নর্থইস্টের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রাজ্য ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। ভেটেরিনারি কলেজকে সারা দেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। বর্তমানে দুধ উৎপাদনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমাদের রাজ্য। আগামীদিনে দুধ ও ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে আমাদের।

আজ আরকে নগরস্থিত ভেটেরিনারি সায়েন্সেস এন্ড এনিম্যাল হাজবেন্ডারি কলেজের ১৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে এই ভেটেরিনারি সায়েন্সেস এন্ড এনিম্যাল হাজবেন্ডারি কলেজ অন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চাইতে কোন অংশে কম নয়। ভেটেরিনারি সায়েন্স হিউম্যান সায়েন্সের থেকেও একটু জটিল। এই ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের প্রচুর পড়াশুনা করতে হয়। আমি প্রায়শ শুনতাম আরকে নগরে ভেটেরিনারি কলেজ সম্পর্কে। এই কলেজের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে আমি দপ্তরের মন্ত্রী এবং সচিবের কাছ থেকে খবর নিতাম। আমি এই কলেজের ফ্যাকাল্টির স্বল্পতা পূরণে গুরুত্ব দিয়েছি। কোন রাজ্যে ভেটেরিনারি কলেজ থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আগে ত্রিপুরার জন্য শুধু এক দুটো সিট ছিল। সেই জায়গায় এখন বড় পরিসরে মেডিকেল কলেজ হয়েছে। বর্তমানে এখানে প্রায় ৬৬টি আসন সংখ্যা রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধবীর ১২ দিনের জেল হেপাজত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। মাধবী বিশ্বাসকে আগামী ১২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। আজ তাকে তিনদিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছিল। এদিন আরো ৫ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু সেই আবেদন নাকচ করেছে আদালত। তাকে ১২ নভেম্বর পর্যন্ত জেল হাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

উল্লেখ্য, নিজেকে কনটেন্ট ক্রিয়েটার হিসেবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সামাজিক মাধ্যমে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের বিষয়ে কুরুচিকর মন্তব্য করে আসছিল সে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ একাধিক মন্ত্রী বিধায়ক সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য করছিল। এমনকি রাজ্যপুলিশের বিরুদ্ধেও সে তার ভিডিওতে মানহানিকর বক্তব্য রাখছিল।

শহরে পরিচয়হীন ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। সন্ধ্যা রাতে রাজধানীর অ্যাডভাইজার চৌমুহনী এলাকায় রাস্তার পাশে এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে এলাকাবাসীরা রাস্তার ধারে এক ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে কাছে গিয়ে বুঝতে পারেন তিনি আর বেঁচে নেই। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খবর পেয়ে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। তবে তার পরিচয় শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় উদ্বেগের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

পিতার কুড়ালের আঘাতে পুত্র খুন, এলাকায় চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। অমরপুর মহকুমার বীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাচকো পূর্ণজয় পাড়ায় ঘটলো এক মর্মান্তিক ঘটনা। বৃহস্পতিবার বিকেল প্রায় ৪টা নাগাদ পিতার কুড়ালের আঘাতে মৃত্যু হলো পুত্র রাজু রিয়াং (৩৮)-এর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে পিতা খগেন্দ্র রিয়াং নিজের ছেলে রাজুকে বাড়ির ভেতরেই কুড়াল দিয়ে মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করেন। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন রাজু রিয়াং।

তড়িঘড়ি করে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

খবর পেয়ে বীরগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে খুনি পিতা খগেন্দ্র রিয়াংকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, দীর্ঘদিনের পারিবারিক কলহ থেকেই এই মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে।

মৃত রাজুর স্ত্রী আতিরুং রিয়াং হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই ঘটনায় সমগ্র কাচকো পূর্ণজয় পাড়ায় নেমে এসেছে শোক ও আতঙ্কের ছায়া। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

অপটোমেট্রি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে স্বাস্থ্য দপ্তরে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। সাম্প্রতিক সরকারি অপটোমেট্রি নিয়োগ পরীক্ষা ঘিরে উঠল প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ। পরীক্ষা বাতিল করে পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে বৃহস্পতিবার আগরতলায় স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন প্রদান করলেন অসংখ্য পরীক্ষার্থী।

ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পরীক্ষার্থীরা জানান, পরীক্ষার পরের দিন থেকেই বিভিন্ন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কয়েকটি পিডিএফ ফাইল ও লিঙ্ক ভাইরাল হয়ে যায়। সেই লিঙ্কগুলির মধ্য থেকেই প্রায় ৭০ থেকে ৮০ শতাংশ প্রশ্ন হুবহু ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ছিল, যা তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক।

পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, পরীক্ষার পর প্রশ্নপত্র ফেরত নেওয়া হয়েছিল, ফলে কোনও প্রার্থী প্রশ্ন সংরক্ষণ করতে পারেননি। এমনকি ওএমআর শিটের কার্বন কপিও দেওয়া হয়নি। তবুও প্রশ্নের হুবহু মিল পাওয়া গিয়েছে অনলাইনে ছড়িয়ে থাকা ফাইলগুলির সঙ্গে যা প্রশ্নপত্র ফাঁসের ইঙ্গিত দেয় বলে তাঁদের দাবি।এছাড়াও তাঁরা উল্লেখ করেন, পরীক্ষায় কিছু প্রশ্ন ছিল অসম্পূর্ণ বা ভুল বিকল্পসহ, যা প্রার্থীদের বিভ্রান্ত করেছে। কিছু পরীক্ষার্থীকে নাকি এলোমেলোভাবে একাধিক ওএমআর শিট দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে।

পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নপত্রের মানসম্মতকরণ নিয়ে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, "এই পরীক্ষা প্রক্রিয়াটি একেবারেই স্বচ্ছ নয়। বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে অবিলম্বে এই নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করা উচিত।"

তাঁদের দাবি, একই পদে ভবিষ্যতে স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে পরীক্ষাটি যেন টিপিএসসি বা জেআরবিটি-র মতো বিশ্বস্ত সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে

রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে ঃ মানিক দে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর।। বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণ, স্মার্ট মিটার প্রবর্তন ও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার আগরতলা টাউন হলে অনুষ্ঠিত হলো রাজ্যভিত্তিক গ্রাহক কনভেনশন। সিআইটিইউ এবং ইলেকট্রিক্যাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া -এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কনভেনশনে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু গ্রাহক, বিদ্যুৎকর্মী ও সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া-র সাধারণ সম্পাদক সুদীপ দত্ত। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সি আই টি ইউ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি মানিক দে, সাধারণ সম্পাদক শংকর প্রসাদ দত্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী ভানু লাল সাহা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রধান বক্তা সুদীপ দত্ত বলেন, একসময় বিদ্যুৎ আন্দোলন মানেই মানুষ ভাবতো সেটা কেবল বিদ্যুৎ কর্মীদের দাবি। কিন্তু আজ মানুষের কাছে স্পষ্ট বিদ্যুৎ এখন সাধারণ নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকারের উপর আঘাত নামলে জনগণকেই তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে। তিনি আরও বলেন, গত কয়েক মাসে কেন্দ্র সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতিবেশীর পেটে ছুরি মারার অভিযোগে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর।। প্রতিবেশীর পেটে ছুরি মারার অভিযোগে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে এক যুবক আটক হয়েছে। অভিযুক্তের নাম সঞ্জিত নাহা (৩৬)। ঘটনাটি ঘটেছে গত ২৭ অক্টোবর রাতে বিশ্রামগঞ্জের ইটভাট্টা এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই রাতে হঠাৎই সঞ্জিত নাহা তার প্রতিবেশী মধুসূদন দাস-এর সঙ্গে কোনো কারণে তর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যে ধারালো ছুরি বের করে মধুসূদনের পেটে আঘাত করে। ঘটনাস্থলেই চিৎকার শুরু হলে এলাকাবাসীরা ছুটে এসে আহত মধুসূদন দাসকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্ত সঞ্জিত নাহাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে।

মধুসূদন দাসের পরিবারের পক্ষ থেকে বিশ্রামগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। বৃহস্পতিবার তাকে বিশালগড় মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তার বিরুদ্ধে এর আগেও খুনের মামলা রয়েছে বলে জানা গেছে।

CMYK

CMYK

Page 3.pmd 1

31-10-2025, 00:35

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খুব পরিচিত যেসব ফল দেশে হলেও আসলে দেশি নয়

সানজানা চৌধুরী

'বারো মাসে বারো ফল, না খেলে যায় রসাতল'-এই খনার বচন থেকেই ধারণা করা যায় বাংলাদেশের মানুষদের জন্য ফলের গুরুত্ব কতোটা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রায় ১৩০ রকমের ফল জন্মায়। এর মধ্যে প্রচলিত ও অপ্রচলিত প্রায় ৭২টি ফলের চাষাবাদ হয়। দুই দশক আগেও হতো ৫৬ প্রজাতির ফল চাষ।

বাংলাদেশে মূলত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল বেশি পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলে দেশি ফল বলতেই প্রথমে যে নামগুলো আসে তা হলো আম, কাঁঠাল, জাম, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা, বরই, আমড়া, সফেদা, আনারস, কলা, জাম্বুরা, চালতা, তরমুজ, জামরুল, জলপাই, লটকন, কামরাঙ্গাসহ আরও নানা ধরনের ফল। এসব ফল আমরা এতদিন দেশি ফল হিসেবেই জেনে এসেছি। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল দেশি ফল হিসেবে জানা এমন অনেক ফলই আছে যাদের প্রকৃত উৎপত্তি বাংলাদেশে বা আশেপাশে নয় বরং হাজার মাইল দূরের।

সেক্ষেত্রে প্রকৃত দেশি ফল কোনগুলো সেটা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা তাদের গবেষণাধর্মী মতামত জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মো. গোলাম রাব্বানীর মতে, অনাদিকাল ধরে যেসব ফল অনায়াসে এই দেশে বা আশেপাশের উপমহাদেশীয় অঞ্চলে জন্মেছে এবং ভালো ফলন দিয়েছে সেসব ফলকে দেশি ফল বলা যেতে পারে। দেশি ফলের বৈশিষ্ট্য হল তারা ওই নির্দিষ্ট অঞ্চলের মাটি ও জলবায়ুর সাথে খুব ভালোভাবে মানিয়ে যায়। উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ার কারণে এসব ফল স্বাদে, গন্ধে ও বর্ণে আকর্ষণীয় এবং বৈচিত্র্যময় হয়ে থাকে। এসব ফলের গাছে তেমন কোনো সার বা সেচ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। একরকম বিনা যত্নেই এসব ফল এ দেশের মাটিতে ভালো ফলে। কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে, ঝড়-বাতাস কিংবা বন্যা খরাও সাধারণত দেশি ফলের গাছকে সহজে মারতে পারে না।

কেননা এসব গাছের ব্যাপকভাবে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রয়েছে, যা অনেক বিদেশি ফলের নেই।

দেশি ফলের আর একটা সুবিধা হলো, এসব ফল বা ফল গাছে বিদেশি ফল গাছের মতো অত বেশি রোগ পোকার আক্রমণ হয় না। বিদেশি ফলের চাইতে দেশি ফলে পুষ্টিগুণও বেশি থাকে বলে পুষ্টিবিদরা জানিয়েছেন।

সে অর্থে বাংলাদেশে প্রচলিত ফলগুলোর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি ফলের উৎপত্তি এই অঞ্চলে হয়েছে।

অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী বাংলাদেশে সবচেয়ে প্রচলিত ২৫টি ফলের উৎপত্তির বিষয়ে জানিয়েছেন।

আরও পড়তে পারেন

আম- কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, আম বাংলাদেশের প্রধান চাষযোগ্য ফল। মি. রাব্বানীর মতে এটি ভারতীয় উপমহাদেশীয় ফল। সে হিসেবে একে দেশি ফল হিসেবেই ধরা হয়। এর আদি নিবাস দক্ষিণ এশিয়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, ফলটি ভারতের উত্তর—পূর্বাঞ্চলীয় হিমালয় সংলগ্ন পাদদেশ, মিয়ানমার, বাংলাদেশের চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা, মালয় এবং ইন্দো-বার্মা অঞ্চল থেকে এসেছে।

প্রাচীন ভারতের বহুবিধ ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে, প্রাচীন শিল্পকলায় আম, আমের মুকুল, পাতা ইত্যাদির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'দ্য ম্যাঙ্গো' বই থেকে জানা যায়, বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম, উত্তর—পূর্ব ভারত ও মিয়ানমারে বুনো আমগাছের রেকর্ড পাওয়া গিয়েছে।

আবার কোন কোন ফলবিদদের মতে, আম এসেছে ইন্দো-চায়না অঞ্চল অর্থাৎ ভিয়েতনাম, চীন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, লাওস, ইন্দোনেশিয়া থেকে।

একসময় আম কেবল বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় ফলতো। তবে কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে বর্তমানে ৩০টিরও বেশি জেলায় আমের চাষ হচ্ছে।

এটি মূলত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের ফল।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আমের ১২৭ জাত পাওয়া গেছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- গোপালভোগ, ল্যাংড়া, হিমসাগর, ফজলি, খিরসাপাত, বারি আম, বাউ আম, ভাসতারা, লক্ষণভোগ, আম্রপালি, মিসরিভোগ, আশ্বীনা, চৌনা, কোহিতুর, মোহনভোগ, কিষাণভোগ, পুষা, মাধুরী, রুবি, মঞ্জিরা, সাবরী, রাতুল ইত্যাদি।

কাঁঠাল- জাতিসংঘের খাদ্য বিষয়ক সংস্থা এফএও এর তথ্য মতে, বার্ষিক উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে, আমের পরে কাঁঠাল দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফল, যা মোট ফল উৎপাদনের এক-পঞ্চমাংশেরও বেশি।

কাঁঠাল মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের একটি ফল। অর্থাৎ দেশি ফল।

বাংলাদেশে কাঁঠালের প্রধান চারটি জাত হচ্ছে- বারি কাঁঠাল, খাজা, আদরাসা ও গালা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে সাধারণত জ্যৈষ্ঠ থেকে আষাঢ় মাসে কাঁঠাল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে।

কলা-বারোমাসি ফল কলার উৎপত্তি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশ, আসাম ও ইন্দো চীনে হয়েছে। বাংলাদেশের উষ্ণ জলবায়ু সম্পন্ন পরিবেশ কলা জন্মানোর জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৪০-৫০টি জাতের কলার চাষ হয়। এগুলোর মধ্যে অমৃত-সাগর, সবরি, কবরি, চাঁপা, সিঙ্গাপুরি বা কাবুলি, মেহেরসাগর, এঁটে বা বীচিকলা, কাঁচকলা বা আনাজি কলা, জয়েন্ট গভর্নর এসব উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের নরসিংদী, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, বগুড়া, যশোর, ঝিনাইদহ, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশালসহ বিভিন্ন জেলায় এসব কলা উৎপন্ন হয়।

এছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি, জেলায় বনকলা, বাংলা কলা, মামা কলাসহ বিভিন্ন ধরনের বুনো জাতের কলা চাষ হয়ে থাকে।

জাম-জামের উদ্ভব হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে। পরে এটি সারা বিশ্বে ছড়িয়েছে।

বাংলাদেশে প্রধানত দুই জাতের জাম পাওয়া জায়। একটি হল ছোট জাতের ক্ষুদি এবং আরেকটি বড় আকারের রসালো ও মিষ্টি মহিষে জাত।

কৃষি তথ্য সার্ভিস জানিয়েছে, এটি মূলতগ্রীষ্মের শেষ ও বর্ষাকালের শুরুর সময়ের ফল। অন্য সব মৌসুমি ফলের তুলনায় জামের স্থায়ীকাল বেশ কম। সাধারণত জুন জুলাই মাসে এর ফল পাকে।

গাছটির প্রথমে দেখা গিয়েছে দক্ষিণ এশিয়া, সিলন, আন্দামান ও ফিলিপিন্স দ্বীপপুঞ্জে। বাংলাদেশ ছাড়াও পাকিস্তান, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ইন্দোনেশিয়ায় এ ফল ব্যাপকভাবে চাষ হয়। আমাদের দেশে কুমিল্লা, নোয়াখালী, গাজীপুর, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর ও টাঙ্গাইল জেলায় জাম বেশি উৎপন্ন হয়।

টক মিষ্টি সুস্বাদু এই ফল ও বীজ বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া এবং চীনে বিভিন্ন কবিরাজি বা হেকিমী চিকিৎসায়, আয়ুর্বেদী চিকিৎসা সেইসাথে ইউনানি এবং চৈনিক চিকিৎসাতে ব্যবহার হয়ে থাকে।

বরই/ কুল- অম্লমধুর স্বাদের ফল বরই বা কুল হল দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। বাংলাপিডিয়া অনুযায়ী, ভারতের উত্তরাঞ্চল, চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও মালয়েশিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা কুলের আদি জন্মস্থান। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার শুষ্ক এলাকায় কুলের চাষ হয়।

বরইয়ের প্রায় ৪০টি প্রজাতি রয়েছে, তবে ভারতীয় কুল ও চীনা কুল সবচেয়ে বেশি চাষ হয়।

বাংলাদেশে বরই এর উদ্ভাবিত জাতের মধ্যে বারি কুল ১, ২ ,৩, বাউ কুল ১, ২, বিইউ কুল-১, আপেল কুল, নারিকেলি কুল ইত্যাদি বেশ নামকরা বলে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর থেকে জানা গিয়েছে।

নারিকেলি কুল ফল লম্বাটে ও মাকু আকৃতির, অগ্রভাগ সুচালো, বীজ লম্বাটে ও ছোট, শাঁসের পরিমাণ বেশি। সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও তার আশেপাশের এলাকায় এ কুল বেশি জন্মাতে দেখা যায়। কুমিল্লা জেলার কচুয়া, বরুড়া ও চান্দিনা উপজেলা ও তার পার্শবর্তী এলাকায় নারিকেলি কুল বা ডাব কুল বেশি জন্মে।

মংলা, শরণখোলা, মোড়লগঞ্জ সহ দক্ষিণাঞ্চল; বালু জায়গা যেমন- সেন্টমার্টিন ও সোনাদিয়া দ্বীপ, টেকনাফ, কক্সবাজার, মংলা, আবার পাহাড়ি এলাকা যেমন- রাঙ্গামাটিতে চাষ হয় বাউকুল-১।

জাত অনুসারে মধ্য পৌষ থেকে মধ্য চৈত্র (জানুয়ারি থেকে মার্চ) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়।

আখ/গেন্ডারি- ঘাজাতীয় উদ্ভিদ বা ফল আখ প্রাচীন নিবাস এশিয়ার সেইসব দেশে যেখানকার আবহাওয়া গ্রীষ্মপ্রধান, রৌদ্রোজ্জ্বল, উষ্ণ এবং

মাটি আর্দ্র। বাংলাপিডিয়া বলছে আখের সরু আকৃতির জাত ভারত উপমহাদেশ, মালয়, ফিলিপাইন এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এলাকায় ব্যাপকভাবে বিস্তৃত।

আঠারো শতকের শুরু থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকায় এটি চাষাবাদ শুরু হয়। নিউগিনিতেও প্রচুর আখ জন্মায়।

বাংলাদেশের সর্বত্র কমবেশি আখ জন্মালেও চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, যশোর, কুষ্টিয়া, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা এবং রাজশাহী আখ চাষের প্রধান এলাকা। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় ১০০টি দেশে আখের চাষ হয়। তবে প্রধান আখ উৎপন্নকারী দেশগুলি হচ্ছে ভারত, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, বার্বাডোজ, চীন, কিউবা, মেক্সিকো, মিশর, জ্যামাইকা, পেরু, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই, ফ্লোরিডা এবং লুইজিয়ানা। বর্ষজীবী ফসল হওয়ার কারণে প্রায় সারা বছরই মাঠে আখ থাকে। তাল কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, তালের জন্মস্থান মধ্য আফ্রিকা বলে ধারণা হলেও অনেকে বলেন এটি আমাদের উপমহাদেশীয় বৃক্ষ।

বাংলাদেশের সব এলাকায় কমবেশী তাল উৎপাদন হলেও ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, গাজীপুর, রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় সবচেয়ে বেশী উৎপাদন হয়।

তালের কোন অনুমোদিত জাত নেই। তবে এদেশে বিভিন্ন আকার ও রংয়ের তাল দেখা যায়। আবার কোন কোন তাল গাছে বারো মাসই কমবেশী তাল ধরে থাকে।

পাতার আগা সূচালো হওয়ায় বজ্রপাত রোধক গাছ হিসেবে এ ফলের আবাদ অতি জনপ্রিয়। বজ্রপাতের কবল থেকে প্রাণিকুলকে রক্ষা করার জন্য তাল গাছ সম্প্রসারণকে বেশ প্রাধান্য দেয়া হয়। অন্যান্য বেল ও কতবেল ভারতীয় উপমহাদেশের ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, বাংলাদেশের সর্বত্র বেল জন্মালেও রাজশাহী, কুষ্টিয়া, গাজীপুর জেলায় বেলগাছ বেশি দেখা যায়।

কদবেল নামে পরিচিত আরেকটি ছোট আকারের বেল বাংলাদেশে বেশ সমাদৃত। বাংলাদেশে সব জায়গায় কম বেশি কদবেল গাছ জন্মে। আমলকী ভারতীয় উপমহাদেশের ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই প্রাকৃতিকভাবে আমলকী ফলে। তবে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভারত, পাকিস্তান, সিরিয়া ইত্যাদি দেশে ফলটি চাষ হয়।

সাধারণত আগস্ট থেকে নভেম্বর পর্যন্ত এই ফল পাওয়া যায়। নানাবিধ ওষধি গুণের জন্য উপমহাদেশে আমলকী ও এর পাতা বেশ জনপ্রিয়। চালতা হল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ফল। এটি বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশে জন্মে বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী।

তবে অনেকের মতে চালতা মধ্য আমেরিকার একটি ফল। সাধারণত বর্ষার পর চালতা পাকে এবং শীতকাল পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়।

দেশের তবে দেশি নয়

লিচু

বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে লিচু ব্যাপকভাবে চাষ করা জনপ্রিয় ফল হলেও এই ফলের উৎপত্তি হয়েছে মূলত চীনে। সেইসাথে মালয়েশিয়া ও ভিয়েতনাম অঞ্চলেও চাষ হতো। তাই একে দেশী ফল বলা যাবে না বলে জানিয়েছেন গোলাম রাব্বানী। পরবর্তীতে এই ফলটি ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ, ভারতীয় উপমহাদেশ, মাদাগাস্কার এবং দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশগুলোয় ছড়িয়ে যায়।

বাংলাদেশের রাজশাহী, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম ও ঈশ্বরদীতে প্রচুর পরিমাণে লিচু চাষ হয়ে থাকে। লিচুর প্রায় ২০০ জাত রয়েছে, এরমধ্যে বাংলাদেশে বেদানা, গুটি, মাদ্রাজি, বোম্বাই, মঙ্গলবাড়ী, মোজফফরপুরী, চায়না, কদমী বেশি চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট বারি ১, ২, ৩, ৪ এই চার হাতের লিচু উদ্ভাবন করেছে। জ্যৈষ্ঠের প্রথম সপ্তাহে আসে বারি ১, জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বারি ৩, জ্যৈষ্ঠের শেষ সপ্তাহে বারি ৪ এবং আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে বারি ২ জাতের লিচু আসে। এছাড়া চায়না ৩ নামে উন্নত জাতের লিচু চাঁপাইনবাবগঞ্জে, বোম্বাই জাত যশোর ও কুষ্টিয়ায় চাষ হয়। ভারতের মোজফফরপুর থেকে আসা মোজফফরপুরী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চাষ হয়।

চীন থেকে আসা বেদানা লিচুর ফল পাওয়া যায় জুন জুলাই মাসে।

এছাড়া গুটি, মাদ্রাজি, মঙ্গলবাড়ী জাতের লিচু রাজশাহী ও দিনাজপুর অঞ্চলে চাষ হয়ে থাকে। **পেয়ারা**-পেয়ারা মূলত দক্ষিণ আমেরিকা ও মধ্য আমেরিকার ফল। এছাড়া মেক্সিকো, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে পেয়ারা বেশি জন্মে।

কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে জানা যায়, পেয়ারার প্রায় ১০০টিরও বেশি প্রজাতি আছে। তবে বাংলাদেশে বারি পেয়ারা-১, ২, ৩, বাউ পেয়ারা-১, ২, ৩(লাল শাঁস বিশিষ্ট) ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ উচ্চ ফলনশীল জাত। যা সারাবছর চাষ করা যায়। স্থানীয় জাতের মধ্যে স্বরূপকাঠি, কাঞ্চননগর, কাজীপেয়ারা ও মুকুন্দপুরী অতি জনপ্রিয় জাত। সাম্প্রতিক সময়ে থাই পেয়ারা চাষে কৃষকদের ব্যাপক আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

সাধারণত বর্ষাকালে গাছে সবচেয়ে বেশি পেয়ারা হয়। তবে সব জাতের পেয়ারার গুণাগুণ শীতকালে বেড়ে যায়।

নারিকেল-নারিকেল হল দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার ফল। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, বারো মাসের এই ফলের আদিস্থান প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ। এসব স্থান থেকেই পরবর্তীতে শ্রীলংকা, ভারত, মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, পাপুয়া গিনি, ওশেনিয়া, আফ্রিকা, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ঘানাসহ পৃথিবীর প্রায় ৯৩টা দেশে এর বিস্তার ঘটে।

তবে ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স এবং ভারত বেশি পরিমাণে নারিকেল উৎপাদন করেছে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও উপ গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশগুলোতে নারিকেল ভালো জন্মে। এ গাছের জন্য উষ্ণ ও আর্দ আবহাওয়া বেশ উপযোগী। বিশেষ করে যেখানে বছরের বেশিরভাগ সময় ধরে কিছু না কিছু বৃষ্টি ঝরে।

বাংলাদেশ বারী নারিকেল-১ এবং ২ নামে তারা দুটা নারিকেলের জাত অবমুক্ত করেছে। যেগুলো উপকূলীয় এলাকার ভেতরের অংশে দেখা যায়।

আনারস- আনারসের উৎপত্তি দক্ষিণ আমেরিকায়। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, গবেষকদের ধারণা এই ফলের উৎপত্তিস্থল ব্রাজিলে। আনুমানিক ১৫৪৮ সালের দিকে আমাদের এ অঞ্চলে আনারস এসেছে। এটি উৎপাদনে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে আছে ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্স, কোস্টারিকা, ব্রাজিল।

আনারস বাংলাদেশের সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইল জেলায় ব্যাপকভাবে চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও আনারসের চাষাবাদ হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর এলাকার আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল হিসেবে বিবেচিত।

আনারসের ঘোড়াশাল, জায়ান্টকিউ, জলঢুপি ও হানিকুইন জাত বেশি জনপ্রিয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি সময়ে আগস্ট মাসে আনারস পাকে।

তরমুজ- গ্রীষ্মের সবচেয়ে প্রত্যাশিত ফল তরমুজ এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে। বাংলাদেশে একসময় পতেঙ্গা ও গোয়ালন্দ নামে দুটি জাতের তরমুজ চাষ হতো।

বর্তমানে বারি তরমুজ-১, বারি তরমুজ-২, পাকিজা, টপইল্ড, গ্লোরি, তাইওয়ান, ওয়ার্ল কুইন, সুগার বেবি, চ্যাম্পিয়ন, এম্পার, নিউ সুপার ড্রাগন, ওয়ার্ল্ড হিরো, ভিক্টোরি, ব্ল্যাক মাস্টার , হান্টার, সুপার আলেকজান্ডার, সুইট ক্রাঞ্চ, ব্ল্যাক চ্যাম্প, কারিশমা, বিএএই মেলন-১ চাষ হচ্ছে।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট পদ্মা ও সাগর নামে দুটি জাত সারা দেশে চাষ করার অনুমোদন দিয়েছে।

তরমুজের প্রধান মৌসুম এপ্রিল-মে মাস। এছাড়া অন্য সময়েও তরমুজ পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে মে থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ তরমুজ বেশি পাওয়া যায়।

এসব তরমুজকে অনেকে নাম দিয়েছেন 'বারোমাসি তরমুজ'। কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে এমনটা জানা গিয়েছে।

হবিগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা, মৌলভীবাজার, ভোলা প্রভৃতি জেলায় কিছু কৃষক ইতোমধ্যে এই বারোমাসি তরমুজ চাষ করছে। বারোমাসি জাতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্ল্যাক বেবি, ব্ল্যাক প্রিন্স, ব্ল্যাক বক্স, জেসমিন ১, জেসমিন ২, জেসমিন ৩ ইত্যাদি। এসব জাত বছরের যে কোনো সময় চাষ করা যায়।

মালটা- মাল্টা মূলত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি ফল বলে জানিয়েছেন অধ্যাপক গোলাম রাব্বানী। কৃষি তথ্য সার্ভিসের মতে, ফলটির আদি উৎপত্তিস্থল ভিয়েতনাম, দক্ষিণ চীন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারত।

মাল্টা মূলত জাম্বুরা বা বাতাবিলেবু এবং কমলা এই দুই ফলের সংকরায়নের মাধ্যমে সৃষ্টি।

বাংলাদেশে চাষ উপযোগী জাতের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট উদ্ভাবিত উচ্চ ফলনশীল বারি মাল্টা-১ অন্যতম। দেশি জাতের মাল্টা গাছে মার্চ এপ্রিলে অর্থাৎ ফাল্গুন চৈত্র ফুল আসে, ফল পাকে অক্টোবর নভেম্বরের দিকে বা কার্তিক মাসে। তবে বিদেশি জাতের মাল্টা সারাবছর ধরে পাওয়া যায়। কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে, কমলা লেবুর তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা বেশি। তাই চাষের জন্য পাহাড়ি এলাকা উৎকৃষ্ট।

পিরোজপুর সদরের বেশ কয়টি গ্রামের অসংখ্য বাগানে মাল্টা চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণের কয়েকটি পাহাড়ি এলাকায় মাল্টা চাষ হচ্ছে। দক্ষিণাঞ্চলের মাটি, পানি ও আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সেখানে মাল্টা চাষের বিরাট সম্ভাবনাময়।

অন্যান্য বর্ষার প্রচলিত ফল আমড়ার উৎপত্তি ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্সে। পরবর্তীতে এই ফল বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। বাংলাদেশে বারি আমড়া ১ চাষ হয়। জেনে অবাক হবেন বারোমাসি ফল পেঁপে হল মধ্য আমেরিকার ফল। পরে এটি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে বারি পেঁপে-১, রেড লেডি, বাদশা রবি , খারিফ, শাহী পেঁপে চাষ করা হয়।

বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য ফলের মধ্যে জামরুল মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া থেকে এসেছে। কমলা চীন থেকে আসা একটি ফল যা পরে বাংলাদেশেও চাষ শুরু হয়। বাংলাদেশে বারি ১ জাতের কমলার চাষ হচ্ছে।

জাম্বুরা মালয়েশিয়ার ফল। বাংলাদেশে এফটিআইপি বাউ জাম্বুরা ১, ২, বারি বাতাবি লেবু ১, ২, ৩, ৪, ৫ চাষ হয়ে থাকে।

সাধারণত ভাদ্রের প্রথম থেকে মধ্য আশ্বিন পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা হয়। শরিফা এবং আতা ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে এসেছে। বাংলাদেশে মূলত থাই জাতের লাল ও সবুজ রংয়ের শরিফাই বেশি জনপ্রিয়।

এটি উচ্চ ফলনশীল ও বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষের উপযোগী। খেতে সুস্বাদু হলেও এই ফলটি এখনো অপ্রচলিত ফল হিসেবেই পরিচিত। অর্থাৎ বাজারে এটি ব্যাপকভাবে বিক্রি হয় না।

উষ্ণ ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের ফল সফেদা মূলত মধ্য আমেরিকা, মেক্সিকোর দক্ষিণাঞ্চল ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে এসেছে। বাংলাদেশে বারি সফেদা ১, ২ চাষ হয়ে থাকে।

এই ফল দেশের মধ্যাঞ্চল বিশেষ করে ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও নরসিংদী এলাকায় ভাল হলেও দেশের অন্যান্য এলাকাতেও এই ফল চাষ হয়।

ডালিম এসেছে আফগানিস্তান থেকে। আবার অনেকে মতে এর আদি নিবাস ইরান এবং ইরাক। ককেশাস অঞ্চলে এর চাষ প্রাচীনকাল থেকেই হয়ে আসছে। সেখান থেকে তা ভারত উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করেছে।

বর্তমানে এটি তুরস্ক, ইরান, সিরিয়া, স্পেন, আজারবাইজান, আর্মেনিয়া, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, ইরাক, লেবানন, মিশর, চীন, বার্মা, সৌদি আরব, ইসরাইল, জর্ডান, ফিলিপাইন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শুষ্ক অঞ্চল, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, দক্ষিণ ইউরোপ এবং ক্রান্তীয় আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে চাষ হচ্ছে।

যে মৌসুমে যে ফল ছয় ঋতুর বাংলাদেশে সারা বছর ফল পাওয়া গেলেও সবচেয়ে বেশি বাহারি ফলের সমাহার দেখা দেয় বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস অর্থাৎ এপ্রিল থেকে জুন মাসে। এই সময়ে মধু মাসও বলা হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশটির তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, আবহাওয়া, মাটি, জলবায়ু পরিবেশ সারা বছর বিভিন্ন ধরনের ফল চাষের উপযোগী। বাংলাপিডিয়ার তথ্য মতে বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলের প্রায় ৬০ শতাংশ বৈশাখ থেকে শ্রাবণ (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) এ চার মাসেই পাওয়া যায়। এ সময়কে মধুমাস বলা হয়। আর বাকি ৪০ শতাংশ ফল পাওয়া যায় অবশিষ্ট আট মাসে। শীতের মৌসুমে ফল তুলনামূলকভাবে কম জন্মায়। আবার, কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে জানা যায়, পৌষ থেকে চৈত্র মাসে মোট ফলের ২৪ শতাংশ, বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত ৫৪ শতাংশ ও ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত বাকি ২২ শতাংশ ফল পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের মধুমাসে মূলত আম, কাঁঠাল, লিচু, জাম, বাঙ্গি, তরমুজ, ডালিম, আনারস ফলে। বর্ষাকালে পাওয়া যায় পেয়ারা, লটকন, আমড়া, জাম্বুরা, জামরুল, ডেউয়া, কামরাঙা, কাউ, গাবসহ নানা ধরনের ফল। শরৎকালের ফল হল জলপাই, তাল, জগডুমুর, অরবরই, আমলকী, করমচা, চালতা, ডেউয়া ইত্যাদি। হেমন্তের ফল- পানিফল, সাতকরা, কদবেল। বসন্তের ফল- বরই, তেঁতুল, আতা, শরিফা ইত্যাদি। অন্যদিকে নারিকেল, কলা হল সারা বছরের ফল। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ১০টি শীর্ষ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল (ট্রপিক্যাল ফ্রুট) উৎপাদনকারী দেশের একটি। সংস্থাটির সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশ বার্ষিক কাঁঠাল উৎপাদনে দ্বিতীয়, পেঁপে উৎপাদনে চতুর্দশ, আম উৎপাদনে সপ্তম ও পেয়ারা উৎপাদনে বিশ্বে অষ্টম অবস্থানে রয়েছে।

বিপন্ন হতে পারে যেসব ফল

একসময় যে অঞ্চলে প্রাকৃতিকভাবে যে ফল উৎপাদিত হতো সেখানকার মানুষ শুধু সেই ফলই খেতো। এরপর শুরু হয় ফল চাষ করা। সেইসাথে বিদেশ থেকে বাহারি ফল আমদানি শুরু হয়। এক্ষেত্রে খেজুর প্রথম দিকের চাষ করা একইসাথে আমদানি করা ফল বলে মনে করা হয়।

কৃষি তথ্য সার্ভিস বলছে, বাংলাদেশে মোট ১৩০ প্রজাতির ফল রয়েছে। এর মধ্যে ৬০টি বুনো ফল। অর্থাৎ এসব ফল চাষাবাদ বা বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করা হয় না।

বাকি ৭০ প্রজাতির ফল ব্যাপকভাবে না হলে স্বল্প আকারে প্রচলিত এবং এর বেশিরভাগ ফল চাষ করা হয়।

অন্যদিকে বুনো ফল বসতবাড়িতে বা বনে জঙ্গলে প্রাকৃতিকভাবে গজিয়ে ওঠা গাছেই টিকে আছে। এসব ফল সংরক্ষণ করা না হলে তা যেকোনো সময় বিপন্ন হয়ে যেতে পারে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

এসব বুনো ফলের মধ্যে রয়েছে লটকন, বেতফল, লুকলুকি, ডেউয়া, ডেফল, করমচা, জংলিবাদাম, কাঠবাদাম, কাজুবাদাম, গোলাপজাম, তুঁত, তিনকরা, সাতকরা, আদা জামির, জামির, মনফল, অরবরই, আঁশফল, তারকা ফল, গাব, বিলাতি গাব, আতা, শরিফা, কাউফল, তৈকর, ডালিম, চালতা, ডুমুর, বৈঁচি, টকআতা, পানিফল, সিঙ্গাড়াফল, জিলাপিফল, পদ্মফল, মাখনা, রুটিফল, বকুল, ফলসা, চুকুর, পাদফল, চিকান, পানকি চুনকি, টুকটুকি বা টাকিটাকি, বিলিম্বি, ডালিম, ক্ষুদিজাম।

অপ্রধান ও স্বল্প আকারে চাষকৃত ফলের মধ্যে রয়েছে সফেদা, কামরাঙা, আমড়া, বাতাবিলেবু, কদবেল, বেল, জলপাই, তাল, খেজুর, তেতুঁল, জাম, জামরুল, আমলকী, বাঙ্গি।

এর বাইরে অন্যান্য ফল হাজার হাজার বছর আগে বিভিন্ন দেশ থেকে এ দেশে এসে খাপ খাইয়ে নিয়েছে এবং কালক্রমে সেগুলো আমাদের ফলে পরিণত হয়েছে।

দেশে চাষযোগ্য বিদেশি ফল

বাংলাদেশে ফল চাষে বৈচিত্র্য আনতে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন বিদেশি ফল বা বিদেশি জাত বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগী করে দেশে প্রবর্তন করছে।

ফলশ্রুতিতে বর্তমানে বিভিন্ন বিদেশি ফল বাংলাদেশে চাষ করা হচ্ছে। এরমধ্যে রয়েছে ড্রাগন ফ্রুট, স্ট্রবেরি, অ্যাভোকাডো, থাই পেয়ারা, এল৪৯ ইন্ডিয়ান পেয়ারা, ১৫ জাতের আম, রাম্বুটান, সৌদি খেজুর, খাটো জাতের নারিকেল, থাই কুল, থাই পেঁপে, পার্সিমন, লংগান, বারোমাসি আঠাবিহীন কাঁঠাল, এমবি২ আনারস।

ভিয়েতনাম থেকে খাটো জাতের নারিকেল গ্রাম অঞ্চলের জন্য এবং ভারতের কেরালা থেকে উচ্চ ফলনশীল নারিকেল শহর অঞ্চলের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছে। সব বিদেশি ফলের ফলন বাংলাদেশের মাটিতে আশানুরূপ না হলেও অন্তত ১০/১৫টি ফল বাণিজ্যিক আবাদে সাফল্য পেয়েছে কৃষি বিভাগ।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউটের (বারি) উদ্ভাবিত মাল্টা, আম, পেয়ারা, বরই, লিচু, কলা, পেঁপে, স্ট্রবেরি, ড্রাগন ফল ইত্যাদি দেশের দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত ও কৃষক কর্তৃক সমাদৃত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের সমুদ্র সম্পর্কিত খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আহ্বান করেছেন

নতুন দিল্লি, ৩০ অক্টোবর: ভারতের সমুদ্র সম্পর্কিত খাতে বৈশ্বিক বিনিয়োগ আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বলেছেন, ভারত হল "সমুদ্র সম্পর্কিত বিনিয়োগের জন্য আদর্শ বন্দর"। তিনি তার ভিশন শেয়ার করেছেন এবং ভারতের সমুদ্র সম্পর্কিত পুনর্জাগরণের বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন, যেখানে ভারতকে একটি বৈশ্বিক শিপিং, লজিস্টিকস, এবং বন্দর-ভিত্তিক উন্নয়ন কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী তার লিঙ্কডইন পোস্টে লিখেছেন, "ভারত হল সমুদ্র সম্পর্কিত খাতে বিনিয়োগের জন্য আদর্শ বন্দর। আমাদের দীর্ঘ উপকূলরেখা, বিশ্বমানের বন্দর, আধুনিক অবকাঠামো, উদ্ভাবনা এবং সংকল্প রয়েছে। আসুন, ভারতকে বিনিয়োগ করুন!"

এই বার্তা প্রধানমন্ত্রী মোদীর মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত "মেরিটাইম লিডার্স কনক্লেভে" অংশগ্রহণের পর প্রকাশিত হয়, যেখানে তিনি বৈশ্বিক সমুদ্র খাতের শীর্ষ সিইও এবং স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা করেন।

ভারতের সমুদ্র সম্পর্কিত সমৃদ্ধ ইতিহাসের দিকে ইঙ্গিত করে, প্রধানমন্ত্রী বলেন, "চোলা এবং মারাঠাদের নৌবাহিনী এবং বাণিজ্যিক দক্ষতা ভারতের সমুদ্র পথকে "সুযোগের সেতু" হিসেবে প্রমাণিত করেছে।" তবে তিনি উল্লেখ করেন, যে সময়ে তার সরকার ক্ষমতায় আসে, সে সময় সমুদ্র সম্পর্কিত খাতটি পুরনো নিয়ম এবং সীমিত সক্ষমতায় সীমাবদ্ধ ছিল।

তিনি আরও বলেন, "অবকাঠামো উন্নয়ন, নীতি সংস্কার এবং জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে, ভারতের সমুদ্র খাত আজ আধুনিক অবকাঠামো, বৈশ্বিক আস্থা এবং জাতীয় গর্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে।"

গত দশ বছরে খাতটির অগ্রগতি তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী জানান, বন্দর ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়ে ১,৪০০ থেকে ২,৭৬২ এমএমটিপিএ (মিলিয়ন মেট্রিক টন পার আনুপাতিক) পৌঁছেছে; পণ্য পরিবহন ৯৭২ থেকে ১,৫৯৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন (এফওয়াই ২০২৪-২৫ এ ৮৫৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন); এবং জাহাজের টার্নারাউন্ড সময় ৯৩ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে ৪৮ ঘণ্টায় নামিয়ে আনা হয়েছে। বড় বড় বন্দরগুলোর নিট উদ্বৃত্ত ৯,৩৫২ কোটি রুপি বেড়ে গেছে, এবং অপারেটিং রেশিও ৭৩ু থেকে ৪৩ু এ উন্নীত হয়েছে।

ভারত সমুদ্র সম্পর্কিত পেশাদারদের একটি বড় সরবরাহকারী দেশ হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশটির সিফারার কর্মী সংখ্যা ১.২৫ লাখ থেকে বেড়ে ৩ লাখেরও বেশি হয়েছে, যা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী সিফারিং সম্প্রদায়ের ১২ু প্রতিনিধিত্ব করে।

এছাড়া, ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজের সংখ্যা ১,২০৫ থেকে বেড়ে ১,৫৪৯ হয়েছে, এবং ফ্লিট গ্রস টনেজ ১৩.৫২ মিলিয়ন গ্রস টন (এমজিটি)-এ উন্নীত হয়েছে। উপকূলীয় পণ্য পরিবহন দ্বিগুণ হয়েছে, এবং অভ্যন্তরীণ জলপথে পণ্য পরিবহন ২০১৪ সালে ১৮ মিলিয়ন মেট্রিক টন থেকে ২০২৫ সালে ১৪৬ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে।

প্রধানমন্ত্রী মোদী সমুদ্র খাতে সরকারের টেকসইতা এবং উদ্ভাবনের ওপর জোর দেন, বিভিন্ন নথদ্রত্মদ্বথন্দ্ধ প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন, যেমন --- ভিজিনজাম বন্দর, কন্দর বন্দর (যেখানে প্রথম গ্রিন হাইড্রোজেন সুবিধা স্থাপিত হয়েছে), এবং জওহরলাল নেহরু বন্দর ট্রাস্ট , যা তার ক্ষমতা দ্বিগুণ করেছে এবং বিদেশি বিনিয়োগের রেকর্ড আকর্ষণ করেছে।

এছাড়াও, মহারাষ্ট্রে বিধ্বান বন্দর প্রকল্পের কথা উল্লেখ করেন, যা ৭৬,০০০ কোটি রুপি বাজেট সহ একটি বৃহৎ উদ্যোগ এবং এটি বিশ্বের কিছু ২০-মিটার গভীর ড্রাফট বন্দরগুলির মধ্যে অন্যতম হতে চলেছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী ভারতের সমুদ্র সম্পর্কিত খাতে তার সরকারের "রিফর্ম, পারফর্ম, ট্রান্সফর্ম" এজেন্ডা সম্পর্কে বলেন, এই খাতে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণীত হয়েছে --- যার মধ্যে ভারতীয় বন্দর বিল (২০২৫) এবং বিল অফ লেডিং বিল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে --- যা শাসনব্যবস্থা আধুনিকীকরণ, বাণিজ্য সহজতর এবং ভারতের সমুদ্র খাতকে বৈশ্বিক মানের সাথে সঙ্গতি রেখে উন্নীত করেছে।

খাতের দ্রুত উন্নতির জন্য ৭০,০০০ কোটি প্যাকেজ অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিপবিল্ডিং অ্যাসিস্ট্যান্স স্কিম, মেরিটাইম ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, এবং শিপবিল্ডিং ডেভেলপমেন্ট স্কিম, যা ৪.৫ লাখ কোটি বিনিয়োগ এবং ২,৫০০টিরও বেশি জাহাজের উৎপাদন সহায়ক হবে।

বিশ্বের সমুদ্র খাতের অংশীদার হতে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীদের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের কাছে রয়েছে বৈশ্বিক বাণিজ্য পথ, বিশ্বমানের বন্দর এবং ব্লু ইকোনমি বৃদ্ধির জন্য একটি উচ্চাভিলাষী দৃষ্টি। আমাদের যুবকদের জন্য, আমাদের পরিবেশ উদ্ভাবনার জন্য প্রস্তুত।'প্রধানমন্ত্রী তার বার্তা শেষ করে আরও বলেন, "আসুন, ভারতকে বিনিয়োগ করুন। একসাথে, বিশ্বের মহাসাগর এবং বাণিজ্যের ভবিষ্যত গড়ে তুলি।"

ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো 'আওয়াস মেলা'

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৩০ অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা—আর্বান ২.০ প্রকল্পের আওতায় বুধবার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হলো বিশেষ কর্মসূচি 'আওয়াস মেলা'। নাগরিকদের মধ্যে সরকারি আবাসন প্রকল্প ও সামাজিক উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ধর্মনগর পৌর পরিষদের উদ্যোগে পৌরসভা চত্বরে অবস্থিত অরধেন্দু ভট্টাচার্য্য স্মৃতি ভবনে দুপুর ১২টায় মেলার সূচনা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌর পরিষদের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সদস্যবৃন্দ, প্রশাসনিক আধিকারিক ও কর্মীরা।অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, "প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা—আর্বান ২.০"-এর মূল লক্ষ্য হল শহরাঞ্চলের গৃহহীন ও নিম্নআয়ের নাগরিকদের জন্য সাশ্রয়ী, নিরাপদ ও টেকসই আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পাশাপাশি 'অঙ্গীকার অভিযান ২০২৫'-এর মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণে জোর দেওয়া হচ্ছে।'অঙ্গীকার অভিযান ২০২৫' চলবে আগামী ৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই সময়ে রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভা ও নগর এলাকায় নাগরিক সচেতনতা শিবির, প্রচার অভিযান, তথ্য ও সেবা মেলা এবং প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।ধর্মনগরের আওয়াস মেলায় উপভোক্তাদের জন্য প্রদর্শিত হয় প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যচিত্র, মডেল ঘর এবং আবেদন প্রক্রিয়ার সরলীকরণ নির্দেশিকা। উপস্থিত নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয় তথ্যপত্র ও প্রচার সামগ্রী। উপস্থিতদের বক্তব্যে উঠে আসেএই ধরনের আয়োজন শুধু আবাসন নয়, বরং সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের দিকেও এক বড় পদক্ষেপ। বক্তারা বলেন, "অঙ্গীকার অভিযান" শুধুমাত্র বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নয়; এটি এমন এক সমন্বিত কর্মসূচি যা নাগরিকদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিচ্ছন্নতা ও আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলছে।অনুষ্ঠানে নাগরিকদের বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদন করার প্রক্রিয়া ও প্রয়োজনীয় নথি সংক্রান্ত পরামর্শও দেওয়া হয়। উপস্থিত নাগরিকরা সরকারের এই উদ্যোগের প্রশংসা করে জানান, এই কর্মসূচি শহরের প্রান্তিক মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

ইউনিয়ন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আসামে ৯ নভেম্বর বৃহৎ বিমান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করবেন

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর: আসামে আসছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। আগামী ৯ নভেম্বর, গুয়াহাটির লাচিত ঘাটে ভারতের বায়ু সেনা আয়োজন করবে একটি বৃহৎ বিমান প্রদর্শনী। এদিন অনুষ্ঠানে ১৫০টিরও বেশি বিমান, যার মধ্যে রাফাল, সুখোই, মিগ-ফাইটার জেট অন্তর্ভুক্ত থাকবে, প্রদর্শিত হবে।

আসাম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই মেগা ইভেন্টের ঘোষণা করে জানান, '৯ নভেম্বর, কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং গুয়াহাটির লাচিত ঘাটে একটি বৃহৎ বিমান প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকবেন, যেখানে ভারতীয় বায়ু সেনার ১৫০টি বিমান তাদের শক্তি প্রদর্শন করবে এর মধ্যে রাফাল, সুখোই ও মিগ বিমান অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

এই বিশাল আকাশ প্রদর্শনীটি হবে ভারতের বায়ু সেনার আকাশ বাহিনী দিবসের আঞ্চলিক উদযাপন। উত্তর-পূর্ব ভারতে এটি প্রথম এমন ধরনের বৃহৎ বিমান প্রদর্শনী, যা আকাশে ভারতীয় বায়ু সেনার অতি আধুনিক প্রযুক্তি এবং পেশাদারি দক্ষতার নিখুঁত প্রদর্শন করবে।

এ বছর প্রদর্শনীর থিম রাখা হয়েছে, 'অপেক্ষাহীন, অদম্য এবং সঠিক', যা বায়ু সেনার অপারেশনাল উৎকর্ষতা, শৃঙ্খলা এবং নির্ভুলতার প্রতি তাদের অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে।

এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের বিমান, ফাইটার জেট, পরিবহন বিমান এবং হেলিকপ্টার সমন্বিত কনকর্ড ফ্লাইট প্রদর্শন করবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী দর্শকরা বিমানগুলোকে অপূর্ব কৌশলে আকাশে উড়তে এবং সম্মিলিতভাবে একত্রে উড়তে দেখবেন।সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই প্রদর্শনী শুধুমাত্র দেশের আকাশ শক্তির প্রদর্শন করবে না, বরং উত্তর-পূর্ব ভারতের যুবকদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য অনুপ্রাণিত করবে। এছাড়া দেশপ্রেম, সাহস এবং জাতীয় গর্ব উদযাপন করারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হবে।

ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকায় জনসাধারণের জন্য বিশেষ দর্শনীয় এলাকা রাখা হবে, যেখানে তারা এই বিরল আকাশ প্রদর্শনটি কাছ থেকে দেখতে পারবেন।

এর আগে, ৭ ও ৮ নভেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আসামে এসে গুয়াহাটি গেটওয়ে টার্মিনাল এবং গুয়াহাটি রিভারফ্রন্ট প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন, পাশাপাশি গহপুরে স্বহীদ কানকলতা বরুয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

সুরক্ষা বাহিনী মণিপুরে কেংগলেপাক কমিউনিস্ট পার্টির মহিলা ক্যাডারসহ অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার

ইম্ফাল, ৩০ অক্টোবর: মণিপুরের ইম্ফাল পূর্ব জেলার ওয়াংখেই আড্রো পার্কিং এলাকা থেকে নিষিদ্ধ কেংগলেপাক কমিউনিস্ট পার্টি (সিটি মেইতেই)-এর এক মহিলা ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে সুরক্ষা বাহিনী। গ্রেফতার হওয়া ক্যাডারের নাম ওয়াহেংবাম কিরণ সিং (৪৫)। সরকারি সূত্রে জানা গেছে, এই গ্রেফতারি গোপন তদন্তের ভিত্তিতে পরিচালিত একটি বিশেষ অভিযান অংশ হিসেবে হয়েছে, যার লক্ষ্য ছিল রাজ্যে চাঁদাবাজি এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ রোধ করা। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, মণিপুরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে চিরুনি অভিযান, সিল কর্ডন এবং অনুসন্ধান কার্যক্রম বৃদ্ধি করা হয়েছে।

একই দিনে, অন্য একটি অভিযানে ইম্ফাল পশ্চিম জেলার ঙাইরাংবাম মণিং লৌকন এলাকা থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে সুরক্ষা বাহিনী। উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে একটি পরিবর্তিত .৩০৩ রাইফেল (ম্যাগাজিনসহ), দুটি দেশীয় তৈরি একক বোর গান, একটি পিস্তল (ম্যাগাজিনসহ), দুটি হ্যান্ড গ্রেনেড (ডিটোনেটর ছাড়া) এবং একাধিক কার্তুজ।

সুরক্ষা সংস্থাগুলি জানিয়েছে, এই সমন্বিত অভিযানগুলি মণিপুরে চলমান সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাজ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। অন্যদিকে, ২৯ অক্টোবর, মণিপুরের চুরাচান্দপুর জেলার ভারত-মিয়ানমার সীমান্তের কাছে এক অভিযান চালিয়ে সুরক্ষা বাহিনী প্রায় ১১ কেজি কাঁচা আফিম উদ্ধার করেছে এবং তিনজন মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে।

অ্যাসাম রাইফেলসের সদস্যরা ২৮ অক্টোবর বেহিয়াং চেকপোস্টের অধীনে বেহিয়াং পুলিশ স্টেশনে এই অভিযান চালায়, যেখানে দুটি দু'চাকার যানবাহনের মধ্যে আফিমটি লুকানো ছিল। অভিযানে দুটি মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়।

গ্রেফতার হওয়া পাচারকারীদের নাম হলো থাংখানথাওং (৩৩), চুরাচান্দপুর জেলার কান্নান ভেঙের থং; লিমিনথাং (৩৪), মো ওয়ার্ড নং ৯, বর্তমানে তুইবং, চুরাচান্দপুরে বাসকারী; এবং থাংজালেট (৩১), ক. নিভাংফাই, চুরাচান্দপুর জেলা।

তিনজন আসামির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তাদের বেহিয়াং পুলিশ স্টেশনে সোপর্দ করা হয়েছে।

অমিত শাহ ঘোষণা করলেন, প্রতি বছর ৩১ অক্টৌবর অনুষ্ঠিত হবে ভারতের ঐক্য দিবসের মহাপ্যারেড

পটনা, ৩০ অক্টোবর: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার পটনায় একটি প্রেস কনফারেন্সে দেশের জাতীয় উদযাপনগুলি ঘোষণা করেন, যা ২০২৫ সালে সর্দার বল্লভভাই পটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বললেন, সর্দার পটেলের অনন্য ভূমিকা ভারতকে স্বাধীনতার পর ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় ছিল, এবং তিনি ঘোষণা করেন যে প্রতি বছর ৩১ অক্টোবর দেশের ঐক্য এবং অখণ্ডতা প্রতীক হিসেবে একটি স্তুথদ্রত্ম জাতীয় মহাপ্যারেড অনুষ্ঠিত হবে।

শাহ বলেন, ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রতি বছর 'রাষ্ট্রীয় একতা দিবস'-এ কেভাডিয়া (বর্তমানে একতা নগর) পরিদর্শন করেন, যেখানে বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি, সর্দার পটেলের 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি' এর সামনে একটি বিরাট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। তিনি উল্লেখ করেন, এ বছর সর্দার পটেলের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে উদযাপনটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এ বছর "রান ফর ইউনিটি" আরও বড় আকারে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে দেশের সকল রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, জেলা পুলিশ স্টেশন, স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নাগরিকরা অংশ নেবেন। অংশগ্রহণকারীরা 'ইউনিটি প্লেজ' গ্রহণ করবেন, যা দেশের অখণ্ডতার প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করবে।শাহ আরও বলেন, একতা নগরে ১ নভেম্বর থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত ১৫ দিনব্যাপী "ভারত পর্ব" উদযাপন করা হবে, যা বিরসা মুণ্ডা জয়ন্তী-এ সমাপ্ত হবে। এই উৎসবে দেশের বিভিন্ন উপজাতি ঐতিহ্য, খাবার, হস্তশিল্প, এবং লোকশিল্প প্রদর্শিত হবে।সর্দার পটেলের জীবন ও অবদানের উপর আলোচনায়, শাহ তাকে 'একটি ব্যক্তি নয়, একটি ধারণা' হিসেবে বর্ণনা করেন, যার নেতৃত্ব এবং দূরদর্শিতা আধুনিক ভারতের ভিত্তি রচনা করেছে। তিনি ১৯২৮ সালের বারডোলি সত্যাগ্রহের কথা স্মরণ করেন, যেখানে মহাত্মা গান্ধী সর্দার পটেলকে "সর্দার" উপাধি প্রদান করেছিলেন।

স্বাধীন ভারতের প্রতিষ্ঠায় সর্দার পটেলের অবদান তুলে ধরে শাহ বলেন, ৫৬২টি মহারাজ্যকে একত্রিত করার কাজে পটেলের দৃঢ় নেতৃত্ব অমূল্য ছিল। তিনি হায়দ্রাবাদে পুলিশ অ্যাকশনে এবং জুনাগড়ের একীভূতকরণে পটেলের দৃঢ় পদক্ষেপের কথা স্মরণ করেন, যা ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায় ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পটেলের নেতৃত্বে লক্ষদ্বীপের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করেন শাহ, যেখানে পটেল স্বাধীনতা দিবসের উদযাপন ছেড়ে সরাসরি নৌবাহিনী পরিচালনার তদারকি করেছিলেন। পূর্ববর্তী সরকারগুলিকে সমালোচনা করে শাহ বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনক যে, সর্দার পটেলের উত্তরাধিকার বহু বছর অবহেলিত ছিল।' তিনি প্রধানমন্ত্রী মোদীকে কৃতিত্ব দেন, যিনি 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি' নির্মাণের উদ্যোগ নেন, যা সর্দার পটেলের অবদানকে শ্রদ্ধা জানাতে একটি সঠিক ট্রিবিউট। এই মূর্তিটি ২৫,০০০ টন লোহা দিয়ে তৈরি, যা কৃষকদের সরঞ্জাম থেকে সংগৃহীত হয়, এবং এটি এখন আন্তর্জাতিক পর্যটন আকর্ষণের একটি বড় কেন্দ্র।এছাড়া, শাহ জানান যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে সর্দার পটেলের মূর্তির আশেপাশে ১৪টি নতুন পর্যটন আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ফুলের উপত্যকা, একতা মল, পটেল গার্ডেন, জঙ্গল সাফারি, লেক সার্কিট, এবং লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো --- যা এলাকাটিকে একটি প্রধান পর্যটন গন্তব্যে পরিণত করেছে।

অক্টোবর ৩১ তারিখে একতা নগরে অনুষ্ঠেয় জাতীয় প্যারেডের বিষয়ে বিস্তারিত জানানোর সময় শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এই প্যারেডে সালাম গ্রহণ করবেন। এই প্যারেডে ভারতের কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশ বাহিনীর শক্তি ও শৃঙ্খলা প্রদর্শিত হবে, যেখানে মহিলাদের নেতৃত্বাধীন কন্টিনজেন্ট, বিএসএফের উট ইউনিট এবং ৯০০ শিল্পীর সাংস্কৃতিক পরিবেশনা থাকবে। এছাড়াও, বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এবং ভারতীয় বিমান বাহিনীর সূর্যকিরণ দলের একটি অসাধারণ এয়ার শো অনুষ্ঠিত হবে।অমিত শাহ শেষ করেন যে, এই মহাপ্যারেড আগামীতে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে, যা প্রজাতন্ত্র দিবসের প্যারেডের মতো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তিনি জানান, এই উদ্যোগের লক্ষ্য ভারতের যুবকদের উদ্বুদ্ধ করা এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত' এর বার্তা শক্তিশালী করা, যাতে সর্দার পটেলের ঐক্যের দৃষ্টি দেশের পথপ্রদর্শক হিসেবে অব্যাহত থাকে।

ভারত পাকিস্তানের আফগানিস্তান সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে

নতুন দিল্লি, ৩০ অক্টোবর: পাকিস্তানের আফগানিস্তান সীমান্ত উত্তেজনা নিয়ে ভারতের তীব্র প্রতিক্রিয়া এসেছে। বৃহস্পতিবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রন্ধীর জৈসওয়াল পাকিস্তানের কর্মকাণ্ডকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং পাকিস্তানকে অভিযোগ করে বলেন, তারা পারমাণবিক সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ চালানোর ক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে অবাধ অনুগ্রহ পেয়ে যাচ্ছে।

একটি মিডিয়া ব্রিফিংয়ে রন্ধীর জৈসওয়াল বলেছেন, 'আমি আবারও যা বলেছি তা পুনরায় উল্লেখ করছি পাকিস্তান আফগানিস্তানের নিজের ভূখণ্ডে সার্বভৌমত্ব প্রয়োগের বিষয়ে ক্ষুব্ধ। পাকিস্তান মনে করে যে তারা সীমান্ত সন্ত্রাসবাদ পরিচালনা করার অধিকার পেয়েছে, যা তার প্রতিবেশীরা কখনোই মেনে নেবে না। ভারত আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত রেখেছে।'

এমইএ-এর এই মন্তব্য এসেছে যখন পাকিস্তানি বাহিনী আফগানিস্তানের ভেতরে সীমান্তে প্রবেশ করে সামরিক অভিযান চালানোর পর কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছেছে।

এদিকে, তুরস্কে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে নতুন একটি আলোচনা চক্রে কোনো সমাধান আসেনি, যা দুই দেশের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটিয়েছে।

চড়িলামে বিজেপিতে ভাঙন, ৩৯৫ পরিবারে প্রায় ১৭০০ ভোটার মথা দলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ৩০ অক্টোবর:চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির সংগঠনে ভাঙন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বুধবার বিশ্রামগঞ্জ মোটর স্ট্যান্ড এলাকায় তিপ্রা মথা দলের উদ্যোগে আয়োজিত এক যোগদান সভায় চড়িলাম মণ্ডলের ৩৯৫ পরিবারে মোট ১,৭০২ ভোটার বিজেপি ছেড়ে মথা দলে যোগদান করেন। বিশেষত আড়ালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক বিজেপি ছেড়ে মথায় যোগদানের ধারা দেখা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, তাপস দাস মণ্ডল সভাপতি হওয়ার পর এ নিয়ে চতুর্থবার এই পঞ্চায়েত এলাকায় বিজেপি কর্মীরা দলত্যাগ করে মথায় যোগ দিলেন। এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী বিশ্বকৃতু দেববর্মা, বিধায়ক মানব দেববর্মা, বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা, চড়িলাম ব্লক মথা প্রেসিডেন্ট বুদ্ধদেব দেববর্মা, এমডিসি গণেশ দেববর্মা সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্ব।স্থানীয়দের অভিযোগ, চড়িলামে বিজেপি সংগঠন আজ নেতৃত্বের অভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। গোষ্ঠী কোন্দল, অনিয়ম ও নেতৃত্বের উদাসীনতার কারণে সাধারণ কর্মীরা দল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন।অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলে মত, যেখানে রাজ্যজুড়ে মথা কর্মীদের একাংশ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে, সেখানে চড়িলাম এলাকায় ঘটছে তার সম্পূর্ণ উল্টো চিত্রএখানে বিজেপি কর্মীরাই দলে দলে মথা শিবিরে যোগ দিচ্ছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে চড়িলামে বিজেপির সংগঠনের ভিত নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। মথা শিবিরে এই যোগদান রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মত।

মজদুর মনিটরিং সেলের ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমতলী, ৩০ অক্টোবর:ই-রিক্সা চালকদের উপর একের পর এক হামলার ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে আমতলীতে। এই ঘটনার প্রতিবাদে আজ মজদুর মনিটরিং সেলের পক্ষ থেকে আমতলীর এসডিপিও পারমিতা পান্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, এলাকায় একটি দুষ্কৃতী চক্র প্রতিনিয়ত ই-রিক্সা চালকদের মারধর করছে, টাকা-পয়সা লুট করছে এবং যাত্রীদের জোরপূর্বক নামিয়ে দিচ্ছে। এমনকি সম্প্রতি এক ই-রিক্সা চালকের উপর প্রাণঘাতী হামলার ঘটনাও ঘটে। ওই ঘটনার পর সংগঠনের তরফ থেকে আমতলী থানায় সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হলেও এখনও পর্যন্ত দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়নি বলে অভিযোগ।মজদুর মনিটরিং সেলের নেতৃবৃন্দ জানান, মিঠুন পাল নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরশুদিন থানায় মামলা রুজু করা হলেও পুলিশ এখনো পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পুলিশের এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতিবাদ জানিয়ে আজ সংগঠনের প্রতিনিধি দল এসডিপিওর দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করে।তাদের দাবিতে বলা হয়েছে, ই-রিক্সা চালকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক।

শেখ হাসিনার নির্বাসিত জীবন: ঢাকা ফিরে যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা নেই

ঢাকা, ৩০ অক্টোবর : গত বছর ছাত্রদের নেতৃত্বে বিক্ষোভের মধ্যে ঢাকা থেকে পালানোর পর শেখ হাসিনা আগস্ট ২০২৪ থেকে দিল্লিতে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন। বিক্ষোভের জেরে গত বছর তাঁর ঢাকা প্রাসাদে হামলা চালানো হলে তিনি একটি হেলিকপ্টারে করে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে চলে যান। শেখ হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর বাংলাদেশে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে রয়েছেন নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মুহাম্মদ ইউনুস। এই সরকার আগামী ২০২৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, অন্যদিকে শেখ হাসিনা দিল্লির নিরাপদ আশ্রয়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন।

এ ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৭৫ সালের সামরিক অভ্যুত্থান স্মরণ করিয়ে দেয়, যখন হাসিনার বাবা এবং তিন ভাই নিহত হন, এবং তিনি ও তাঁর বোন বিদেশে ছিলেন।

শেখ হাসিনার নির্বাসিত জীবন বেশ শান্তিপূর্ণ হলেও তিনি দেশে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'অবশ্যই আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই, তবে যখন সরকার বৈধ হবে, সংবিধান বাস্তবায়িত হবে এবং আইন-শৃঙ্খলা সঠিকভাবে বজায় থাকবে।'

সম্প্রতি, রয়টার্সের এক প্রতিবেদক দিল্লির ঐতিহাসিক লোধি উদ্যানে হাঁটতে দেখা গিয়েছিলেন শেখ হাসিনাকে। তিনি তার সাথে থাকা দুই ব্যক্তির সঙ্গে হাঁটছিলেন, যাদেরকে নিরাপত্তা প্রহরী হিসেবে শনাক্ত করা যায়। সাধারণ জনগণের সাথে তিনি নম্রভাবে অভিবাদন জানান, তবে অনেকেই তাকে চিনতে পারেননি।

পূর্বে সংবাদমাধ্যম জানিয়েছিল, শেখ হাসিনা দিল্লির লুটিয়েন্স বাঙ্গালো জোনের একটি নিরাপদ বাসভবনে অবস্থান করছেন, যা উচ্চ নিরাপত্তা বিশিষ্ট একটি এলাকা যেখানে অনেক সংসদ সদস্য এবং উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বসবাস করেন। এই বাসস্থানের ব্যবস্থা ভারতীয় সরকারের পক্ষ থেকে করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কোটি কোটি সমর্থক আগামী বছরের জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণ বর্জন করবে, কারণ শেখ হাসিনার দলকে নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হাসিনা তার সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দেশে যদি স্বাধীন, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন না হয়, তবে আমি গণতন্ত্র পুনঃস্থাপনের জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাব।'

তিনি আরও বলেন, 'শুধুমাত্র নির্বাচনে সবার অংশগ্রহণই দেশের জন্য শান্তি আনবে। আমরা চাই, আওয়ামী লীগের সমর্থকরা যেন তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, কারণ এই দলের সমর্থন ছাড়া কোনো নির্বাচনের বৈধতা থাকতে পারে না।'

এদিকে, বাংলাদেশ সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনুস বুধবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বলেন, 'বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শক্তি আগামী নির্বাচনে বাধা দিতে চেষ্টা করবে। নির্বাচন আয়োজনের ক্ষেত্রে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকতে পারে।' এসময় ইউনুস আরও বলেন, 'নির্বাচন নিয়ে নানা ধরনের অপপ্রচার হতে পারে, তবে আমাদের প্রস্তুতি রয়েছে।'

সাইক্লোন মন্থার প্রভাবে তেলঙ্গানায় ভারী বৃষ্টি, রেল ও সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত

মুলুগু, ৩০ অক্টোবর : অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল পার করার পর সাইক্লোন মন্থার প্রভাব বুধবার তেলঙ্গানার বিভিন্ন জেলা ব্যাপক বৃষ্টিপাতের সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত ভারী বৃষ্টির ফলে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে রাস্তাঘাট ও রেলপথে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয় এবং সাধারণ জীবনযাত্রা স্তব্ধ হয়ে পড়ে।বুধবার সকাল থেকে শুরু হওয়া প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে রাস্তা ও রেলপথ ডুবে যায়, কৃষি ক্ষেত্রেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।রিভুলেট, হ্রদ এবং ঝর্ণাগুলির পানি উপচে পড়ে, যার ফলে বেশ কয়েকটি স্থানে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একইভাবে, ওয়ারাঙ্গল এবং দর্নাকল রেলওয়ে স্টেশনগুলো প্লাবিত হওয়ায় একাধিক ট্রেন বাতিল ও অন্য রুটে চালিত করা হয়।ওয়ারাঙ্গল, হানামকোন্ডা, মুলুগু, মহাবুবাবাদ, জয়শঙ্কর ভূপালপল্লী, নালগোন্দা, সিদ্দিপেট, ইয়াদাদ্রি ভুবনগিরি, সিরসিলা এবং নাগারকুরনুল জেলার বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টি হয়েছে।ওয়ারাঙ্গল জেলার ভীমদেভারাপল্লে সর্বোচ্চ ৪১.৯ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে, যা সকাল ৮:৩০ থেকে রাত ১০:০০ পর্যন্ত। তেলঙ্গানা ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং সোসাইটি অনুসারে, ৩৫টি স্থানে ২০.৫ সেন্টিমিটার এবং ৬৮টি স্থানে ১১.৫ সেন্টিমিটার বা তার বেশি বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।ওয়ারাঙ্গল জেলার কাল্লাদা ৩৬.৭ সেন্টিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করেছে, তাছাড়া উরুসে ৩৪.৩ সেন্টিমিটার এবং রেডলওয়াডা ৩৩.৯ সেন্টিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। হানামকোন্ডার ধর্মসাগরে বৃষ্টি ৩৩.২৮ সেন্টিমিটার।ভারী বৃষ্টিপাতের প্রেক্ষিতে ভারতের আবহাওয়া অধিদফতর জঙ্গাঁও, ওয়ারাঙ্গল, হানামকোন্ডা, মহাবুবাবাদ, সিদ্দিপেট, ইয়াদাদ্রি ভুবনগিরি, করিমনগর, এবং সিরসিলা জেলাগুলোর জন্য রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছে। একইভাবে, আদিলাবাদ, নির্মল, আসিফাবাদ, মানচেরিয়াল, জাগিত্যাল, পেডাপল্লি, এবং ভূপালপল্লীর জন্য অরেঞ্জ অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া অধিদফতর জানায়, সাইক্লোন মন্থা অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অতিক্রম করার পর উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও দক্ষিণ ছত্তিশগড় এবং উত্তর তেলঙ্গানার কাছাকাছি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে, যা পরে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।ওয়ারাঙ্গল জেলা প্রশাসন সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করেছে। ওয়ারাঙ্গল রেলওয়ে স্টেশনের রেলপথ প্লাবিত হওয়ায় বিজয়ওয়াড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এবং ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেস ট্রেনগুলো থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।এছাড়া, মহাবুবাবাদ জেলার দর্নাকল রেলওয়ে স্টেশনেও প্লাবন ঘটেছে, যার কারণে দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল বা রুট পরিবর্তন করেছে।হানামকোন্ডায়, প্রধান বাস স্টেশন একটি বড় জলাশয়ে পরিণত হয়েছে, এবং শহরের বিভিন্ন রাস্তায় বন্যার পানির কারণে চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে।খাম্মাম জেলায় একটি ডিএসএম গাড়ি সহ চালক বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। কনিজার্লা মণ্ডলের জানারাম সেতু সংলগ্ন নিম্মবাগু নদীতে গাড়িটি ভেসে যায়।ভিকারাবাদ জেলায়, স্থানীয়রা কাগনা নদীতে ভেসে যাওয়া একজন পুরুষকে উদ্ধার করেন। নালগোন্দা জেলার পুলিশ ও অন্যান্য বিভাগীয় কর্মীরা ৫০০ ছাত্র-ছাত্রীকে উদ্ধার করেন, যারা এক সরকারি আবাসিক বিদ্যালয়ে বন্যার পানিতে আটকা পড়েছিল।তেলঙ্গানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ. রেভন্ত রেড্ডি সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে উচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি জেলা প্রশাসনকে নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত পরিবারগুলোকে উদ্ধার করে আশ্রয় শিবিরে স্থানান্তরের নির্দেশ দিয়েছেন।রাজ্য সেচ বিভাগকে সকল জলাশয় এবং বাঁধগুলোর পানি স্তর নজরদারি করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জেলার কালেক্টরদেরকে সতর্ক করতে বলেছেন যাতে জলাধার থেকে পানি ছাড়ানোর সময় ব্যবস্থা নেওয়া যায় এবং বাঁধগুলোর আশপাশে বালি ব্যাগ প্রস্তুত রাখা হয়।হায়দরাবাদ শহরে অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে, মুখ্যমন্ত্রী রেভন্ত রেড্ডি সিভিক অথরিটিদের উদ্ধার কাজে সিডিএমএফ দলগুলোকে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

সাব্রুম এমএমডি কলেজে এইচআইভি/এইডস সচেতনতা বৃদ্ধিতে 'ইনটেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন' আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ৩০ অক্টোবর: স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সাব্রুমের মাইকেল মধুসূদন দত্ত (এমএমডি) কলেজের স্বামী বিবেকানন্দ অডিটোরিয়ামে আয়োজিত হয় এক বিশেষ কর্মসূচি "ইনটেনসিফাইড আইইসি ক্যাম্পেইন"। এই কর্মসূচির আয়োজন করে হরিণা, সাব্রুমের ভলান্টারি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ভিএসডিও), যা ভারতের জাতীয় এইডস নিয়ন্ত্রণ সংস্থা—র সঙ্গে যুক্ত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য হলো তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ কৌশলের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস এবং অন্যান্য জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। একই সঙ্গে এই উদ্যোগের মাধ্যমে পরীক্ষানিরীক্ষা, চিকিৎসা, এবং নিরাপদ জীবনযাপনের প্রচার করা হয়, যাতে সমাজে অযথা ভয় ও কুসংস্কার দূর হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন কলেজের অধ্যক্ষ ড. অনুপম গুহ। উপস্থিত ছিলেন নিত্যানন্দ সরকার, এসডিপিও, সাব্রুম; ড. সৌমিক হাজারা, মেডিকেল অফিসার, এসওএসটি সেন্টার, এমডিএইচ সাব্রুম; সঞ্জীব চৌধুরী ও সুকান্ত চৌধুরী, ভিএসডিও প্রতিনিধিবৃন্দ; ড. অরূপ পাটারি, এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার; এবং কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

আলোচনায় অতিথিরা সাব্রুমসহ রাজ্য ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মাদকাসক্তি, এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ এবং সামাজিক সচেতনতার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, যুবসমাজকে সচেতন করতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ানোর লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে এইচআইভি/এইডস বিষয়ক একটি নাটক মঞ্চস্থ করা হয়, যেখানে সমাজের বাস্তব চিত্র ও এর ভয়াবহ দিকগুলি নাট্যরূপে তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি কুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে উদ্যোক্তারা সমাজের সকল স্তরের মানুষকে সচেতন ও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে একত্র প্রচেষ্টায় এইচআইভি/এইডস—এর সংক্রমণ রোধ ও নিরাপদ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে রেষারেষি অব্যাহত, আগরতলা পশ্চিম থানায় পাল্টা মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: রাজ্যের শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব দিন দিন চরমে উঠছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে মামলা পাল্টা মামলায় উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে শ্রমিক মহল। গত পরশুদিন আমতলী থানায় এক শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারই পাল্টা হিসেবে বৃহস্পতিবার আগরতলা পশ্চিম থানায় পাল্টা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

এদিন বি. এম. এস. অনুমোদিত ওয়েস্ট ত্রিপুরা অটোচালক সংঘ-এর পক্ষ থেকে পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জির নিকট অভিযোগ দায়ের করা হয়। সংগঠনের নেতৃত্ব জানান, শ্রমিকের উপর শারীরিক নির্যাতনের মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে তারা অভিযোগ জানিয়েছেন এবং ন্যায়বিচারের দাবিতে থানায় লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। সংগঠনের প্রতিনিধিরা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, গত পরশু আমতলী থানায় আমাদের সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সেই অভিযোগের প্রতিক্রিয়াতেই আজ পশ্চিম থানায় পাল্টা মামলা করেন তারা।

তারা আরও দাবি করেন, কিছু স্বার্থান্বেষী মহল শ্রমিক সংগঠনগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কাছে তারা নিরপেক্ষ তদন্ত ও ন্যায্য বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এইচআইভি পজিটিভ মহিলার জরায়ুর টিউমার সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৩০ অক্টোবর: ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ৪৫ বৎসর বয়সী এক মহিলা গত ২৮ অক্টোবর ২০২৫ পেটে তীব্র ব্যথা সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক সমস্যা নিয়ে ভর্তি হন। তিনি একজন এইচআইভি পজিটিভ রোগী ছিলেন এবং বিগত ১৫ বছর ধরে তিনি এআরটি রেট্রোভাইরাল -অ্যান্টি) (থেরাপি চিকিৎসা গ্রহণ করছিলেন। এইচআইভি পজিটিভ হওয়া সত্ত্বেও, জীবনযুদ্ধে তিনি কখনো থেমে থাকেননি, সংসারের সমস্ত স্বাভাবিক কাজকর্ম তিনি করে যাচ্ছিলেন।

এমতাবস্থায় কিছুদিন আগে মহিলার কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তখন তিনি জেলা হাসপাতালের প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুমিত দাসের শরণাপন্ন হন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে প্রয়োজনীয় কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করেন। আর তাতেই তিনি জানতে-পারেন যে, তার বাম জরায়ুতে একটি টিউমার রয়েছে। চিকিৎসকের ভাষায় এটাকে চকলেট সিস্ট বা এন্ডোমেট্রিওমা বলা হয়। কিন্তু এইচআইভি পজিটিভ রোগীর ক্ষেত্রে এই ধরনের অস্ত্রোপচার চ্যালেঞ্জিং বিষয়। তাই ডাঃদাস সমস্ত প্রোটোকল মেনে দ্রুত মহিলার অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন এবং ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ অস্ত্রোপচারের দিন ঠিক করেন। তখন প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুমিত দাস এবং ডাঃ সুজিত দাস, অ্যানাস্থেসিস্ট ডাঃ অমিত পাল চৌধুরী, নার্সিং অফিসার কাবেরী সাহা ও সাথী ঘোষ, ওটি টেকনিশিয়ান মিঠুন মল্লকে নিয়ে গঠিত চিকিৎসকদের একটি টিম মহিলার অস্ত্রোপচারে নিয়োজিত হন। সমস্ত সতর্কতা এবং প্রোটোকল মেনে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সতর্কতার সাথে প্রায় এক ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ধরে মহিলার সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে সিস্টটি অপসারণ করা হয়। এই অস্ত্রোপচার চলাকালীন অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে মহিলাকে এক ইউনিট রক্ত প্রদান করতে হয়েছে। এই অস্ত্রোপচারের পর মহিলাকে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

বর্তমানে মহিলার অবস্থা সম্পূর্ণ স্থিতিশীল এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মহিলার বিশেষ কোনো জটিলতা না দেখা দিলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হবে। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিষ্ঠা ও দক্ষতা এবং সর্বোপরি এইচআইভি আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও রোগীর মনের জোরে এই সফল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে। ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই ধরনের সফল অস্ত্রোপচারের সুফল লাভ করার ফলে রোগীর পরিবার-পরিজনেরা প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ সুমিত দাস এবং ডাঃ সুজিত দাস সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলা হল প্রমো ফেস্টের উদ্দেশ্য: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে এবছর প্রথমবারের মতো বিলোনীয়ার আইসিভি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে ইউনিটি প্রমো ফেস্ট ২০২৫। আগামী ১৫ এবং ১৬ নভেম্বর এই দুইদিন এখানে প্রমো ফেস্ট অনুষ্ঠিত হবে। আজ পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সভাপতিত্বে বিলোনীয়া সার্কিট হাউসের কনফারেন্স হলে এ উপলক্ষ্যে এক প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রমো ফেস্টের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে পর্যটন মন্ত্রী বলেন, এ রাজ্যের জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি প্রসারের মাধ্যমে ও পর্যটনের বিকাশে ঐক্যবদ্ধ ও সমৃদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলা হল এই প্রমো ফেষ্টের উদ্দেশ্য। পাশাপাশি রাজ্যের অর্থনীতির বিকাশ ও বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও এই ফেস্ট এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। এই ফেস্টে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি থাকবে ফ্যাশান শো, বিভিন্ন ধরণের ক্রীড়া অনুষ্ঠান, ফুড স্টল, বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ, সেলফি পয়েন্ট ইত্যাদি। পর্যটন মন্ত্রী এই ফেস্টকে সাফল্যমন্ডিত করতে সবার প্রতি সহযোগিতার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, গত বছর প্রমো ফেস্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাজ্যের চারটি কেন্দ্রে। এ বছর অনুষ্ঠিত হবে ছয়টি কেন্দ্রে। আজকের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বিধায়ক স্বপ্না মজুমদার, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন নিখিল চন্দ্র গোপ, পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউকে চাকমা, অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগি, জেলা শাসক ও সমাহর্তা মহম্মদ সাজ্জাদ পি, এসপি মৌর্য্য কৃষ্ণ সি এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ৩০ অক্টোবর: সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ১৫০ তম জন্মজয়ন্তীকে সামনে রেখে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় কৈলাশহরে। ৩১ শে অক্টোবর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এর ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী এবং যুব উৎসবকে সামনে রেখে জেলাভিত্তিক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়েছে জেলাশাসক অফিসের কনফারেন্স হলে।

এই সভার সভাপতিত্ব করেন জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডঃ তমাল মজুমদার, সাথে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, ঊনকোটি জেলা পরিষদের সদস্য বিমল কর, কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সম্পা দাস পাল,জেলার মহকুমা শাসকগণ, জেলার ব্লক ডেভেলাপমেন্ট এর আধিকারিকগণ, জেলা শিক্ষা অধিকারী, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কৈলাশহরের মহকুমা পুলিশ আধিকারিক. এবং জেলার বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকগণ।

এই আলোচনা ক্রমে সিদ্ধান্তসমূহ আগামীকাল সকাল ৭:৩০ মিনিটে জেলা ক্রীড়া দপ্তরের সামনে থেকে ইউনিট রান শুরু করে পাইতুর বাজার হয়ে পুনরায় ক্রীড়া দপ্তরের সামনে গিয়ে শেষ হবে। আগামী ১১ই নভেম্বর জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব হবে কুমারঘাটে।সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এর জন্ম তিথি উপলক্ষে আগামী ১৮ই নভেম্বর কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে ৫০০ জন যুবক যুবতী নিয়ে রান ফর ইউনিটের আনুষ্ঠানিক সূচনা হবে শেষ হবে শৈবতীর্থ ঊনকোটিতে গিয়ে। এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তর।

কৈলাশহরে শিক্ষার কলাকৌশল সমৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিযোগিতা, অংশগ্রহণ ২০টি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাশহর, ৩০ অক্টোবর: শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কলাকৌশল বিকাশের উদ্দেশ্যে ঊনকোটি জেলায় অনুষ্ঠিত হলো এক বিশেষ প্রতিযোগিতা। বৃহস্পতিবার ঊনকোটি কলাক্ষেত্র প্রাঙ্গণে জেলা ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জেলা সমগ্র শিক্ষা দপ্তর।

অনুষ্ঠানে ঊনকোটি জেলার ২০টি নির্বাচিত বিদ্যালয় থেকে দু'জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ডায়েট কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদানের সৃজনশীল পদ্ধতি ও কলাকৌশলের বিকাশ ঘটানো, যাতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের আরও কার্যকরভাবে শিক্ষা প্রদান করা যায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে মঞ্চে উপস্থিত অতিথিদের উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করা হয়। এরপর প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, চন্ডিপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সম্পা দাস পাল, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, এবং ডায়েট কৈলাশহরের প্রিন্সিপাল শুভপদ চাকমা। বিচারকদের রায় অনুসারে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উপস্থিত অতিথিরা তাদের বক্তব্যে বলেন, "শিক্ষা শুধুমাত্র পাঠ্যবইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সৃজনশীলতা এবং শিক্ষাদানের কৌশলই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গঠন নির্ধারণ করে।"

উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপর এক দিবসীয় ট্রেনিং প্রোগ্রাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ অক্টোবর: আজ উদয়পুর ভগিনী নিবেদিতা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হলো ইনক্লুসিভ এডুকেশনের উপর এক দিবসীয় ট্রেনিং প্রোগ্রাম।'ওয়ান ডে ডিসট্রিক্ট লেভেল ওরিয়েন্টশান ট্রেনিং প্রোগ্রাম অন ইনক্লুসিভ এডুকেশন উইথ প্রিন্সিপালস এডুকেশনাল এডমিনিস্ট্রেটর, পেরেন্টস এবং গার্ডিয়ানদের নিয়ে এই এক দিবসীয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো।

ট্রেনিং প্রোগ্রামের শুরুতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা আধিকারিক তথা উদয়পুর ভগ্নি নিবেদিতা স্কুলের অধ্যক্ষ বিকাশ নাথ ,প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া ,গোমতী জেলা ইনক্লুসিভ এডুকেশনের কোঅর্ডিনেটর মধুমিতা মজুমদার।

ইনক্লুসিভ এডুকেশন সম্পর্কে উপস্থিত শতাধিক বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে আগত শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক অভিভাবিকাদের সামনে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন গোমতি জেলা প্রাক্তন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা আধিকারিক তথা উদয়পুর ভগ্নি নিবেদিতা স্কুলের অধ্যক্ষ বিকাশ নাথ ,উদয়পুর মহকুমা বিদ্যালয় পরিদর্শক অলকানন্দ জমাতিয়া এবং মধুমিতা মজুমদার।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে ইনক্লুসিভ এডুকেশন এর উপর বিস্তৃত তথ্য এবং বিশেষ ভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা তুলে ধরেন কাকড়াবন ব্লকের বি আর পি সালামত উল্লা, টেপানিয়া ব্লকের বি আর পি পৃথ্বীরাজ ধর ,মাতাবাড়ি ব্লকের বি আর পি করবি মজুমদার , রিসোর্স টিচার অপর্না দাস ইনক্লুসিভ এডুকেশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা, বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসের এম টি এস বাপন দাস ,অফিস এসিস্ট্যান্ট অজয় মজুমদার, এল ডি সি কাদের হোসেন, একাউন্টেন্ট আবুল কালাম মৈশান সহ অন্যান্য অতিথিবর্গ।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক- শিক্ষিকা অভিভাবক -অভিভাবিকা উপস্থিতিতে বক্তারা সি ডাবলু এস এন বা বিশেষভাবে সক্ষম শিক্ষার্থীরা বর্তমান সরকারের আমলে কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেতে পারেন বা পাচ্ছেন সেই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন । অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলে আগ্রহের সহিত শিক্ষার্থীদের সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার তথ্য শুনে সবাই আপ্লুত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উদয়পুর চন্দ্রপুর কলোনি সিআরসির সিআরপিঅপুরাম সরকার।

সেফ ড্রাইভ, লং লাইফ' বার্তা নিয়ে পথ নিরাপত্তায় অনন্য উদ্যোগ চুরাইবাড়ির রয়েল ঈগল ক্লাবের

চুরাইবাড়ি, ৩০ অক্টোবর: 'সেফ ড্রাইভ, লং লাইফ' এই বার্তাকে সামনে রেখে পথ দুর্ঘটনা রোধে এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করল চুরাইবাড়ি এলাকার সমাজসেবী সংগঠন রয়েল ঈগল ক্লাব। ক্লাব সদস্যরা নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা সংগ্রহ করে দুটি আধুনিক পুলিশ ব্যারিকেড ট্রলি তৈরি করেন এবং সেগুলি চুরাইবাড়ি থানার পুলিশের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই ব্যারিকেড হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুরাইবাড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ দেবব্রত বিশ্বাস, রয়েল ঈগল ক্লাবের সভাপতি, ক্লাব সদস্যবৃন্দ, ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যরা জানান, এলাকায় প্রায়ই দ্রুতগামী যানবাহনের কারণে দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। সেই সমস্যার কথা মাথায় রেখে এই ব্যারিকেড তৈরি ও হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে পুলিশ সহজে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সম্ভব হয়। চুরাইবাড়ি থানার ওসি দেবব্রত বিশ্বাস রয়েল ঈগল ক্লাবের এই সামাজিক উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এ ধরনের নাগরিক অংশগ্রহণ সমাজের জন্য অত্যন্ত ইতিবাচক। পুলিশের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও যদি এইভাবে সচেতন ভূমিকা নেয়, তাহলে পথ দুর্ঘটনা অনেকটাই রোধ করা সম্ভব। এদিনের এই উদ্যোগের ফলে এলাকায় পথ নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে সচেতনতা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা রয়েল ঈগল ক্লাবের সদস্যদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গোমতী জেলা হাসপাতালের চক্ষু বিভাগে ওপিডি পরিষেবা আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ অক্টোবর: জনস্বার্থের কথা মাথায় রেখে গোমতী জেলা হাসপাতালে চক্ষু বিভাগের আউটডোর তথা ও পি ডি পরিষেবা আরও একদিন বাড়ানো হয়েছে। আজ থেকে বর্ধিত ওপিডি পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এতদিন শুধুমাত্র মঙ্গলবার ও শনিবার এই পরিষেবা চালু থাকলেও এখন থেকে বৃহস্পতিবারও রোগীরা ও পি ডি পরিষেবা পাবেন। এর ফলে সপ্তাহে দুইদিনের পরিবর্তে এখন থেকে তিন দিন চক্ষু বিভাগের পরিষেবা পাবেন সাধারণ মানুষ।

হাসপাতালের চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. ছন্দম আচার্য্য জানান রোগীর ক্রমবর্ধমান ভিড় ও সেবার মান উন্নত করার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডাঃ ছন্দম আরও জানান যে গোমতী জেলা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, "গত আর্থিক বছরে আমাদের হাসপাতালে মোট ৮৭৪টি চোখের অপারেশন করা হয়েছে। আর চলতি বছরে শুধু সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ৫০০ এরও বেশি সফল চোখের অপারেশন করানো হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, হাসপাতালের চক্ষু বিভাগের দল শুধুমাত্র গোমতী জেলা হাসপাতালেই সীমাবদ্ধ নেই, তারা অমরপুর মহকুমা হাসপাতালে গিয়েও নিয়মিত অপারেশন করে আসছেন।

পাশাপাশি, বিভিন্ন এলাকায় চোখের স্ক্রিনিং ক্যাম্পও পরিচালনা করা হয়। ডঃ আচার্য্য জানান, বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে প্রতি বুধবার চোখের অপারেশন করা হয়। ওপিডি পরিষেবা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ডঃ আচার্য্য জানান যে, হাসপাতালে চোখের ছানি অপারেশন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়। অপারেশনের পাশাপাশি রোগীদের বিনামূল্যে চশমা এবং প্রয়োজনীয় ওষুধও প্রদান করা হয়। গোমতী জেলা হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপার ডঃ কাজল কুমার দাস জানান, চক্ষু বিভাগে রোগীর ভিড় দিন দিন বাড়ছে। এই ক্রমবর্ধমান ভিড় সামাল দিতে এবং রোগীদের অপেক্ষার সময় কমাতে একদিন আউটডোর পরিষেবা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও জানান যে, বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে মোট তিনজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ কর্মরত রয়েছেন, যা পরিষেবা প্রদানে সহায়ক হচ্ছে। রোগীর সুবিধার্থে চক্ষু বিভাগের আউটডোর পরিষেবা সপ্তাহে তিন দিন তথা মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার চালু হওয়ার সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির ও মডেল প্রদর্শনী, রক্তদাতাদের সম্মাননা প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: সমাজসেবার বার্তা এবং শিক্ষার সৃজনশীল দিককে একত্রিত করে বৃহস্পতিবার আগরতলার বোধজং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান। এদিন বিদ্যালয়ে পালিত হয় বার্ষিক রক্তদান উৎসব, রক্তদাতাদের বৃত্তি ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান, পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের তৈরি বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মডেল প্রদর্শনী।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধিকর্তা এন. সি. শর্মা, জেলা শিক্ষা অফিসার পল্লব কান্তি সাহা, আগরতলা পুরনিগমের কর্পোরেটর হিমানি দেববর্মা, বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মলয় ভৌমিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিরা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন এবং রক্তদাতাদের সমাজসেবামূলক ভূমিকার প্রশংসা করেন।

ডেন্টাল কলেজের 'অর্থোডন্টিক্স এবং ডেন্টোফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স' ডিপার্টমেন্টের সাফল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: দাঁতের নানা জটিল রোগ ও সমস্যায় চিকিৎসা পরিষেবা এখন আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ নিয়মিতভাবে প্রদান করছেন।

পাশাপাশি মুখগহ্বরের ও চোয়ালের নানা জটিল সমস্যার চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচার এখন সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই এই হাসপাতালের উপলব্ধ। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে যে ডিপার্টমেন্টে এই পরিষেবা প্রদান করা হয় এটি হল 'অর্থোডন্টিক্স এবং ডেন্টোফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স'। দাঁতের সঠিক অবস্থান এবং চোয়ালের ত্রুটি সংশোধনের ক্ষেত্রে এই ডেন্টোফেসিয়াল অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টে মুখের বৃদ্ধি এবং চোয়াল ও মুখের হাড়ের কাঠামোগত সমস্যাগুলো সংশোধন করার প্রক্রিয়া করা হয়ে থাকে। এই ডিপার্টমেন্টে অর্থোডন্টিক পদ্ধতির মাধ্যমে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য্য ও দন্ত কার্যক্ষমতা উন্নত করার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এছাড়াও স্থায়ী, অপসারণযোগ্য এবং মায়োফাংশন্যাল চিকিৎসা প্রদান করা হয়ে থাকে, যা সব বয়সের রোগীদের জন্য উপযোগী। উন্নত চিকিৎসা সুবিধাসম্পন্ন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সমৃদ্ধ এই ডিপার্টমেন্টে রোগীদের সর্বাঙ্গীণ অর্থোডেন্টিক চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজে প্রতিষ্ঠার পর থেকে, এই অর্থোডন্টিক্স ডিপার্টমেন্টে রোগী পরিষেবা এবং ক্লিনিক্যাল ফলাফলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে গত এক থেকে দুই বৎসর অর্থোডন্টিক চিকিৎসায় এখন পর্যন্ত অর্থোডন্টিক ওপিডি-তে মোট ১,৪৭৭ জন রোগী পরিষেবা লাভ করেছে, এর মধ্যে নতুন অন্তর্ভুক্ত রোগী হল ৪৯৬ জন। এছাড়াও ৭৫টি কেইসের ক্ষেত্রে ফিক্সড মেকানোথেরাপি পদ্ধতিতে সফল চিকিৎসা করা হয়েছে। যেখানে বক্র দাঁত এবং চোয়ালের সমস্যা সংশোধনের জন্য স্থায়ী ব্র্যাকেট ব্যবহার করা হয় এবং ৬টি কেইসে সফলভাবে ডেন্টাল বন্ডিং বা (ডিবন্ড) সম্পন্ন করা হয়েছে।

এই পরিসংখ্যান প্রমাণ করে অর্থোডন্টিক চিকিৎসা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতার ফলে রাজ্যে রোগীদের মধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস প্রতিফলিত হচ্ছে। প্রতিটি কেইস-এ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মানসম্মত ও সমস্ত ক্লিনিক্যাল প্রোটোকল অনুযায়ী সতর্কতার সঙ্গে মূল্যায়ন, নির্ণয় ও চিকিৎসা করে থাকে, যাতে সর্বোত্তম ফলাফল ও সাফল্য নিশ্চিত করা যায়। সর্বোপরি এই ডিপার্টমেন্টটি রাজ্যের মানুষের মুখে সুন্দর হাসি ও নিজেদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির লক্ষ্যেই সর্বদা মানসম্পন্ন অর্থোডেন্টিক পরিষেবা প্রদান করে চলেছে।

ডাইনি সন্দেহে খুন, তিন মূল

● তিনের পাতার পর

ঘটনার মূল অভিযুক্ত বোয়েল জানিয়েছেন পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ্যে আনা হয়নি। আগামীকাল অর্থাৎ শুক্রবার তাদের আদালতে সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক।

রাজ্যজুড়ে গণ

● তিনের পাতার পর

বিদ্যুৎ খাতে একাধিক জনবিরোধী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন বিদ্যুৎ বন্টন নিগম-এর আর্থিক অবস্থা চরম সংকটে পড়েছে। বর্তমানে এই নিগমগুলির ঋণের পরিমাণ প্রায় সাত লক্ষ কোটি টাকা, যা মেটানোর জন্য কেন্দ্র সরকার এক লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করতে চলেছে। তবে এর শর্ত হিসেবে রাজ্যগুলিকে বিদ্যুৎ বন্টন নিগমের ২০ শতাংশ সম্পদ বেসরকারি হাতে তুলে দিতে হবে। তাঁর কথায়,"এই নীতির ফলে বিদ্যুৎ খাত বেসরকারি কর্পোরেটের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, যা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী। বিদ্যুতের অধিকারকে রক্ষা করতে হলে জনগণকেই এগিয়ে আসতে হবে।"

সি আই টি ইউ নেতৃবৃন্দও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং স্মার্ট মিটারের নামে গ্রাহকদের উপর আর্থিক চাপের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁরা দাবি করেন, বিদ্যুৎ বেসরকারিকরণের সমস্ত পরিকল্পনা বাতিল করে জনস্বার্থে বিদ্যুৎ পরিষেবা পুরোপুরি সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানের শেষে সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে বলেন, এই ইস্যুতে আগামী দিনে রাজ্যজুড়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তর প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

দুধ উৎপাদনে

● তিনের পাতার পর

বলেন, লাইভ স্টকের দিক দিয়ে সারা পৃথিবীর মধ্যে এখন ভারতবর্ষ একটা বৃহৎ অংশের দাবিদার। লাইভ স্টকের সঙ্গে গ্রামীণ এলাকার মানব জীবনের উন্নয়ন সরাসরি যুক্ত রয়েছে। এই ভেটেরিনারি কলেজকে সারা দেশের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলেজ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে এই কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রী ও ফ্যাকাল্টিরা গর্ববোধ করতে পারেন। এখন এআই ও ফাইভ জির যুগ। তাই যুগের সঙ্গে টাল মিলিয়ে পড়াশুনার ক্ষেত্রেও আপডেট করতে হবে ছাত্রছাত্রী ও ফ্যাকাল্টিদের।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ভেটেরিনারি সায়েন্সকে আরো উন্নত মানের করতে গুরুত্ব তুলে ধরেন। দুধ, ডিম, মাংসে ত্রিপুরা খুবই ভালো অবস্থানে রয়েছে। তথ্য দিয়ে তিনি জানান, ত্রিপুরায় ডিমের মাথাপিছু প্রাপ্যতা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সর্বপ্রথম এখন। যা আমাদের জন্য খুবই গৌরবের বিষয়। দুধ উৎপাদনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে রাজ্য। দুধ ও ডিম উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগামীদিনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হবে আমাদের। এজন্য সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গো ধন প্রকল্প শুরু করেছে। প্রাণী পালক সম্মান নিধি শুরু হয়েছে। সেখানে প্রত্যেক বেনিফিসিয়ারিকে ৬ হাজার টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। এতে ২০২৩ - ২৪ ও ২০২৪ - ২৫ এ প্রায় ৮ হাজারের অধিক পরিবার উপকৃত হয়েছে। ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা ইউনিট করা হয়েছে। সবুজ প্রাণী খাদ্য উন্নয়ন প্রকল্প শুরু করা হয়েছে। প্রায় ২৮৬ হেক্টর জমিতে সবুজ প্রাণী খাদ্য চাষ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রাণী সম্পদ যোজনায় হাঁস, মুরগী পালন শুরু হয়েছে। ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পে ১৫ মে, ২০২৫ এ বামুটিয়ায় প্রায় ৪০,০০০ লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে। আগামীদিনে আরো মিনি মোবাইল ইউনিট চালু করার জন্য ২০২৫ - ২৬ অর্থবর্ষে বাজেটে ৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। ডাঃ সাহা বলেন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি এমন একটি প্রতিষ্ঠান হোক যাতে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীতে সুনাম অর্জন করতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই এলাকায় সিজা হাসপাতাল গড়ে উঠতে চলেছে। খুব সম্ভব আগামী ৫ তারিখ এই হাসপাতালের ভূমি পুজন করতে যাচ্ছি। যখন এখানে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরি হবে তখন প্রচুর মানুষ আসবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাণী সম্পদ বিকাশ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, প্রাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিশ্বজিত শীল, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য প্রফেসর শ্যামল দাস, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সচিব দীপা ডি নায়ার, অধিকর্তা ড. নীরজ কুমার চঞ্চল, ভেটেরিনারি সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ডাঃ পূরবী বর্মন সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

ব্যাটসম্যানরা ব্যর্থ, তরুণ সংঘকে হারিয়ে জয় অব্যাহত চাম্পামুড়া প্লে সেন্টারের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শক্তিশালী চাম্পামুরার কাছে আটকে গেল তরুণ সংঘ। হ্যাঁ ঘটনাটা ঠিক এটাই ঘটলো বৃহস্পতিবার। এদিন পশ্চিম নোয়াবাদী মাঠে চাম্পামুরা শিবির মুখোমুখি হয় তরুণ সংঘের। ১৩ ক্রিকেটের এই ম্যাচে চাম্পামুরা শিবির ৮৫ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দেয় তরুণ সংঘকে। টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে চাম্পামুরা দল। যথারীতি ৪০ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে চাম্পামুরার ক্রিকেটাররা সংগ্রহ করে ১৪৩ রান। ব্যাটে চাম্পামুরার পক্ষে রাজদীপ দে ৩১ অংশুমান দাস ২৮ দীপাঞ্জন দত্ত ২৭ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। দলের পক্ষে সর্বাধিক রান করে শ্রীমান অতিরিক্ত ৩৩। বল হাতে তরুণ সংঘের পক্ষে অপূর্ব হালদার চারটি উইকেট নেয়। এছাড়া একটি করে উইকেট নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় সৌম্যদীপ সরকার, সৃজন দেবনাথ, দীপ্ত জীবন চন্দ এবং সৌরভ দেবনাথরা। জয়ের জন্য তরুণ সংঘের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৪৪ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে শেষ পর্যন্ত তরুণ সংঘ শিবির ২২.৪ ওভারে ৫৮ রান ই করতে সক্ষম হয়। এদিন তরুণ সংঘের ব্যাটসম্যানরা কেউই ভরসা যোগাতে পারেনি দলকে। এর মধ্যে দীপ্ত জীবন চন্দ্র ১৫ সৌরভ দেবনাথ উল্লেখযোগ্য মেজাজে ১৭ রান করলে ও আর কোন ব্যাটসম্যান দুই অঙ্কের রান করতে পারেনি। এক্সট্রা ২০ রান এলেও তা দলের পরাজয়কে রুখতে পারেনি। এক কথায় স্পষ্ট, এদিন তরুণ সংঘের ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার কারণেই ম্যাচটা হাত থেকে ফসকে গেল দলের। সুবাদে ৮৫ রানের ব্যবধানের জয় ছিনিয়ে নেয় চাম্পামুরা শিবির। ব্যাটে ২৮ রান এবং বোলিংয়ে চার রানে তিন উইকেট দখল করে অংশুমান পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

জমজমাট গতিতে চলছে রাজ্য অনূর্ধ ১৭ দাবা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শীর্ষে রয়েছে একজন দাবাড়ু। রাজ্য অনূর্ধ ১৭ দাবা প্রতিযোগিতায়। বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে তিন রাউন্ডের খেলা হয়। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১৮ জন দাবাড়ু। প্রথম দিনে ৩ রাউন্ড শেষে পুরো তিন পয়েন্ট পেয়ে একক ভাবে শির্ষে রয়েছে রুদ্রনীল দেবনাথ। আড়াই পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আন্তরীপ আচারিয়া এবং কৌশল সরকার। দুই পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে দেবরাজ ভট্টাচার্য্য, অভ্রনীল দে, দত্ত মেগনাস, শুভায়ন দাস এবং অভীক দাস। শুক্রবার শেষ দুই রাউন্ডের খেলা হবে। আসর শেষে জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরার দাবাড়ুদের বাছাই করা হবে। খেলা পরিচালনা করছেন মিটন গোপ।

এ ডি নগরকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টানা চার ম্যাচে জয়ী ব্লাড মাউথ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে এবার ব্লাড মাউথের কাছে হেরে গেলো এডি নগর প্লে সেন্টার। বৃহস্পতিবার এই ঘটনাটি ঘটলো নরসিংগর স্থিত পঞ্চায়েত মাঠে। এদিন টসে জয়লাভ করে এ ডি নগর শিবির প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট হাতে এডি নগরের ক্রিকেটাররা শেষ পর্যন্ত ৩১.২ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ৮১ রান। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে সর্বাধিক রান করে অরিত্র রঞ্জন ৪২। এছাড়া দীপ্ত সরকার ১১ রান করে। এদের দুজনকে ছেড়ে দিলে আর কোন ব্যাটসম্যানই সেরকম ভরসা জোগাতে পারেনি দলকে। শ্রীমান অতিরিক্ত থেকে দল পায় ১৩ রানের ভরসা। জয়ের জন্য ব্লাড মাউথ ক্লাবের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ৮২ রানের। যাকে খুব অনায়াসেই ২৩.২ ওভার খেলে ২ উইকেট হারিয়ে হাসিল করে নেয় ব্লাডমাউথ শিবির। বিজয় দলের পক্ষে অভয়দেব সিং ২৫ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। এছাড়া ব্যাটে শ্রেয়ান ভৌমিক ২২, প্রিয়াংশু সরকার ১২ এবং শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব থেকে আসে ২৩ রান। সুবাদে ৮ উইকেটের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টার থেকে জয় ছিনিয়ে নিল ব্লাডমাউথ শিবির। অভয় দেব সিং তিন রানে চারটি উইকেট দখল করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে জুয়েলস-এর বিজয় রথ থামিয়ে ১ম জয় তরুণের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জুয়েলস প্লে সেন্টারের জয়ের ধারা থামিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে তরুণ সংঘ। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে। প্রথম ম্যাচে এগিয়ে চলো সংঘের কাছে আট উইকেটে পরাজিত হলেও আজ, বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় ম্যাচে ৮৮ রানের ব্যবধানে জুয়েলস প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে ৩৫ ওভারে ১৬১ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে শুভ্রজিৎ সাহার ৬৮ রান, শুভম দেবনাথ এর ২৩ রান এবং শুভম সাহার ২১ রান উল্লেখযোগ্য। জুয়েলস-এর দীপায়ন সেন ২৯ রানের বিনিময়ে ৫টি এবং রাজবীর দেব সাত রানে ৩টি নিয়ে তিনটি উইকেট পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জুয়েলস-এর ব্যাটার্সরা ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে ৩৩.৫ ওভারে ৭৩ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। তরুণ সংঘের সুধাংশু পাল চার রানে ৪টি উইকেট দখল করলেও সতীর্থ সায়ন্তন রায় অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

অর্ণবের মারকুটে ব্যাটিংয়ে দশমীঘাটকে হারিয়ে জয়ে ফিরলো এগিয়ে চলো সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অর্ণবের দুর্দান্ত ব্যাটিং এতটাই মারকুটে। প্রত্যেকের নজর কেড়ে নিয়েছে ৫৮ বল খেলে ১৯টি বাউন্ডারি ও ৬টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে অপরাজিত ভূমিকায় ১৩০ রান সংগ্রহ করার মধ্য দিয়ে। ২২৬ সালের বিশাল ব্যবধানে দুর্দান্ত জয়ের মধ্য দিয়ে পুনরায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে এগিয়ে চলো সংঘ। দশমীঘাটের বিরুদ্ধে আজ বৃহস্পতিবারের জয়, এগিয়ে চলো সংঘকে শেষ আটের রাস্তা কিছুটা হলেও প্রশস্ত করে দিয়েছে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে বৃহস্পতিবার সকালে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ২৬৭ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্ণব দেববর্মার অপরাজিত ১৩০ রানের পাশাপাশি অভিজিৎ দত্তের ৩৭ রান এবং বিপ্লব চক্রবর্তীর ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দশমীঘাট ২৪.২ ওভার খেলে ৪১ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। এগিয়ে চলো সংঘের প্রীতম সরকার চার রানে চারটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া বিপ্র চক্রবর্তী ১ রানে এবং রজত সাহা চার রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিং এর সৌজন্যে অর্ণব পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

লোকসান ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার

ক্রিকেট বিশ্বে অন্যতম প্রতিষ্ঠিত এবং আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থা অস্ট্রেলিয়া বোর্ড। ভারতের বিসিসিআই এবং ইংল্যান্ডের ইসিবির পরই আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক থেকে নাম আসে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। কিন্তু করোনার পর লাগাতার লোকসানের মুখ দেখতে হচ্ছে অজি বোর্ডকে। ব্যতিক্রম হল না এবারও। রেকর্ড অঙ্কের আয়ের পরও লাভক্ষতির হিসাব কষতে গিয়ে ভিরমি খাচ্ছেন অজি বোর্ডের কর্তারা। কারণ হিসাব বলছে, গত মরশুমেও প্রায় ৬৫ কোটি টাকা ঘাটতি রয়ে গিয়েছে তাঁদের।

গত অর্থবর্ষে ভারতের বিরুদ্ধে একটা মেগা টেস্ট সিরিজ খেলেছে অস্ট্রেলিয়া। ওই পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজই ছিল সাদা জার্সিতে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মার শেষ সিরিজ। ওই সিরিজ থেকে মোটা অঙ্কের রোজগার হয়েছে অজি বোর্ডের। আবার ঘরোয়া ক্রিকেটের নতুন সম্প্রচার স্বত্ত্বেও ভালো রোজগার করেছে তাঁরা। যার জেরে গত অর্থবর্ষে মোটা আয় হয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার। হিসাব বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে আয় হয়েছে ৪৫৩.৭ মিলিয়ন অজি ডলার। যা সর্বকালীন রেকর্ড। আগের বারের থেকে প্রায় ৫ কোটি ডলার বেশি।সমস্যা হল, ওই একই সময়ে ব্যয়ও অনেকটা বেড়ে গিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার। তার দুটি কারণ হল অস্ট্রেলিয়া গত মরশুমে প্রচুর বিদেশ সফর করেছে। যে কারণে ৭০ দিন দলকে অতিরিক্ত বিদেশ সফরে রাখতে হয়েছে। যার খরচ প্রচুর। সেই সঙ্গে ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের মার্কেটিংয়েও প্রচুর খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে আগের বছরের থেকে খরচ বেড়েছে ২৪ মিলিয়ন অজি ডলার। যার নিট ফল অস্ট্রেলিয়ার মুদ্রায় ১১০ লক্ষ ডলার, ব্রিটিশ মুদ্রায় প্রায় ৭৩ লক্ষ ডলার এবং ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৫ কোটি টাকা লোকসান।

প্রশ্ন উঠছে, অস্ট্রেলীয় বোর্ডেরই যদি এই হাল হয়, তাহলে অন্য ছোট বোর্ডগুলির কি হবে? ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অবশ্য হাল ফেরাতে ভরসা রাখছে সেই রো-কো এবং টেস্ট ক্রিকেটে। সূত্রের খবর, সদ্য শেষ হওয়া ওয়ানডে সিরিজে ভালো লাভের মুখ দেখেছে তারা। আবার সামনে অ্যাশেজ। সেখান থেকেও মোটা আয়ের আশা করছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ পরের অর্থবর্ষে লাভের আশায় বুক বাঁধছে অজিরা।

স্পোর্টস কাউন্সিলের প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি প্রথম পর্যায়ের শুরু হচ্ছে আগামীকাল থেকে। চলবে দুই নভেম্বর পর্যন্ত। ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত এই কর্মসূচিতে এবার অ্যাথলেটিক্স, সুইমিং, যোগা, জুডো, ওয়েট লিফটিং, ব্যাডমিন্টন এবং টেবিল টেনিস ইভেন্টের প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। আগামীকাল এর সূচনা হবে বিকেল সাড়ে তিনটায়, এন এস আর সি সি কোর্স কমপ্লেক্সে। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পাঁচ নভেম্বর থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রতিভা অন্বেষণে আরো পাঁচটি ইভেন্টের উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই ইভেন্ট গুলি হল খো-খো, হ্যান্ডবল, ভলিবল, বাস্কেটবল এবং ফুটবল। আজ দুপুরে আরসিসি-র কনফারেন্স হল-এ ত্রিপুরার স্পোর্টস কাউন্সিল আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়। সম্মেলনে ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্বপন সাহা, কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য্য, কার্যকরী সদস্য তথা এই কর্মসূচীর কনভেনর বিশ্বজিৎ পাল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

AFFIDAVIT

I **Ali Chaudhuri** W/O Susanta Kumar Bhaumik, Resident of Mahanam Angan Ashram, East Side of M.T.B Girls School, Agartala, P.O : Agartala, P.S: East Agartala, District- West Tripura, Pin- 799001, By Faith-Hindu, By Profession Pensioner, Aged about 60 Years a citizen of India, Do hereby declare that my name is mentioned as **ALI CHAUDHURI** in All my relevant paper/ documents but in my service book it is wrongly mentioned as **ALI CHOUDHURY.** I always use and write my name and surname as **ALI CHAUDHURI** vide Affidavit no - P/02/Oct/2025 sworn before the notary public of Agartala, West Tripura on 29/10/2025

ALI CHAUDHURI and ALI CHOUDHURY is one female person by name and face and the same identical i.e. myself

The Executive Engineer, Engineering Cell, Samagra Shiksha, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage/ item rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/ Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class& Category registered with any wing of State(s) PWD/CPWD/MES /Railway for the following work through e-procurement portal:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of I Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	Construction of 2(Two) Unit Additional Classroom at Tarapur HS School, Mohanpur Block under West Tripura District for the year 2025-26, Samagra Shiksha under Secondary Level. DNIET-112/SE/ENGG.CELL/DSE/ 2025-26 PNIET No- 143/EE/ENGGCELL/ SAMAGRA/25-26	Rs. 60,70,840.00	Rs. 1,21,417.00	240 Days	15/11/2025 at 3.00 PM	17/1/2025 at 11 AM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class
2	Construction of 1 unit Additional classroom at DAKSHIN NARAYANPUR SB SCHOOL under Sadar, West Tripura under Elementary Level for the year 2025-26 under Samagra Shiksha. DINET-106/EE/ENGG.CELL/ Samagra/2025-26 PNIET No- 144/EE/ENGGCELL/ SAMAGRA/25-26	22,50,000.00	45000.00	90 Days	15/11/2025 at 3.00 PM	17/1/2025 at 11 AM	https:// tripuratenders. gov.in	Appropriate Class

All details can be seen in Press Notice & Bid Documents for the works on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. No negotiation will be conducted with the lowest bidder.

(Er.B Ch. Das)
Executive Engineer
Samagra Shiksha, Tripura.

ICA/C-2766/25

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বাধারঘাট-কে হারিয়ে জয়ে ফিরলো এ ডি নগর প্লে সেন্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে বাধার ঘাট ক্রমশ হেরেই চলেছে। আজ, বৃহস্পতিবার তাদের তৃতীয় পরাজয় হয়েছে। এ ডি নগর প্লে সেন্টার ১০ উইকেটের বড় ব্যবধানে বাধার ঘাট প্লে সেন্টারকে পরাজিত করে ফের জয়ে ফিরেছে। প্রথম দুটি ম্যাচে যথাক্রমে মৌচাক এবং পোলস্টার কে হারালেও তৃতীয় ম্যাচে ৩২ রানে জুয়েলস- এর কাছে এডি নগরকে হারতে হয়েছিল। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বাধার ঘাট প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু ব্যাটিং ব্যর্থতার দায়ে ১৯.২ এবার খেলে ৬৯ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে দ্বীপ্তাংশু দাস ২৮ রান এবং বিবজয় দাসের ১৮ রান উল্লেখযোগ্য। এ ডি নগর প্লে সেন্টারের আবির ভট্টাচার্য্য ১২ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে প্রতিপক্ষকে আটকে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া তীর্থ চক্রবর্তীর ২৮ রানে তিনটি এবং দিব্যজ্যোতি ধর ১৮ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। পাল্টা খেলতে নেমে এ ডি নগর প্লে সেন্টার ১০.৫ ওভার খেলে বিনা উইকেটে প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দলের মোহিত দেববর্মা সর্বাধিক ৪৩ রান পেয়েছে।

অনুশীলনে বলের আঘাতে অস্ট্রেলিয়ার ১৭ বছর বয়সী ক্রিকেটারের মৃত্যু

অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুশীলনের সময় ক্রিকেট বলের আঘাতে বেন অস্টিন নামের ১৭ বছর বয়সী এক ক্রিকেটার মারা গেছেন। বিবিসির খবর, মঙ্গলবার ফের্নট্রি গালি ক্রিকেট ক্লাবে অনুশীলনের সময় অস্টিনের ঘাড়ে বলের আঘাত লাগে। হাতে ব্যবহৃত সাইডআর্ম থ্রোয়ারের (ওয়ানগার) মাধ্যমে তাঁকে তখন বোলিং করা হচ্ছিল। অস্টিন তখন হেলমেট পরা থাকলেও 'নেক গার্ড' ছিল না।

মেলবোর্নে একটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচে মাঠে নামার আগে নেটে একটু ব্যাটিং অনুশীলন করতে নেমেছিলেন অস্টিন। এ সময় থ্রোয়ার থেকে ছোড়া বলে তিনি কাঁধে আঘাত পান। গুরুতর অবস্থায় বেনকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হয়। আজ চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রতিশ্রুতিশীল এই কিশোর ক্রিকেটারের মৃত্যু হয়।

ফের্নট্রি গালি ক্রিকেট ক্লাব বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'বেনের মৃত্যুতে আমরা ভীষণভাবে মর্মাহত। ওর মৃত্যু আমাদের পুরো ক্রিকেট সম্প্রদায়ের ওপর গভীর প্রভাব ফেলবে।'ফের্নট্রি গালি অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আর্নি ওয়াল্টার্স বলেন, 'বেন স্থানীয় ক্রিকেটে যেমন মেধাবী ছিল, তেমনি সবার প্রিয়। আমি জানি, এ খবর আমাদের সম্প্রদায়ের ওপর কতটা গভীর প্রভাব ফেলবে।'

বেনের ক্লাব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত সবার প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে এবং পরিবারের গোপনীয়তা রক্ষার অনুরোধ করে। ক্লাবটি বেনের পরিবারের পক্ষ থেকে অ্যাম্বুলেন্স ভিক্টোরিয়া, পুলিশ ও হাসপাতালের কর্মীদের ধন্যবাদ জানিয়েছে।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে প্রগতিকে হারিয়ে জয়ের হ্যাট্রিক অনুরাগীর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পরপর তিন ম্যাচে জয় অর্থাৎ জয়ের হ্যাটট্রিক ক্রিকেট অনুরাগীর। তাও শক্তিশালী প্রগতি প্লে সেন্টারকে চার উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের বি গ্রুপের। নীপকো গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রগতির প্লে সেন্টার প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ২১.৪ ওভার ফেলে ৮০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে শ্রেষ্ঠাংশু দেবের ৪৪ রান এবং ঋদ্ধিমান কর-এর ১৯ রান উল্লেখযোগ্য। ক্রিকেট অনুরাগীর দেবরাজ মজুমদার ১১ রানে ও সুরীধ ভৌমিক ১৯ রানে চারটি করে উইকেট পেয়েছে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ক্রিকেট অনুরাগী ১২.৪ ওভার খেলে ছয় উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ক্রিকেট অনুরাগীর অভিরূপ দাস সর্বাধিক ২৫ রান পায়। প্রগতি প্লে সেন্টারের দেবপ্রিয় ১৫ রানে ২টি উইকেট পেয়েছিল। দুর্দান্ত বোলিং এর স্বীকৃতি হিসেবে দেবরাজ মজুমদার পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এখনই অবসর নিচ্ছেন না সুনীল, ৪১ বছরের স্ট্রাইকারের সঙ্গে নতুন চুক্তি বেঙ্গালুরু এফসির

বেঙ্গালুরু এফসির সঙ্গে নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হলেন সুনীল ছেত্রী। বুধবার ক্লাব কর্তৃপক্ষ সমাজমাধ্যমে ৪১ বছরের সুনীলের সঙ্গে চুক্তির কথা জানিয়েছেন। বেঙ্গালুরু এফসির অন্যতম সিনিয়র ফুটবলার সুনীল।

ক্লাব ফুটবল থেকে সুনীল যে এখনই অবসর নিচ্ছেন না, তা নিশ্চিত হয়ে গেল। বেঙ্গালুরুর সঙ্গে নতুন চুক্তি সেরে ফেললেন দেশের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। সমাজমাধ্যমে ২ মিনিটের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ। তার শিরোনাম দেওয়া হয়েছে, 'ছেত্রী, বেঙ্গালুরু, সহজে বলতে গেলে'। ২০১৩ সাল থেকে বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলছেন ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। মাঝে দু'বছরের জন্য মুম্বই সিটি এফসিতে গিয়েছিলেন। ২০১৬ সালে লোনে আবার বেঙ্গালুরুতে ফিরে আসেন। তার পর থেকেই টানা এই ক্লাবের জার্সি গায়েই খেলছেন সুনীল। আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলদাতা সুনীলের সঙ্গে কত বছরের চুক্তি করা হয়েছে, তা বলা হয়নি। বলা হয়নি চুক্তির টাকার অঙ্কও। তবে নতুন চুক্তিতে তিনি খুশি বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, আইএসএল ঘিরে অনিশ্চয়তার জন্য গত অগস্টে ফুটবলার এবং স্টাফদের সঙ্গে চুক্তি স্থগিতের কথা ঘোষণা করেছিলেন বেঙ্গালুরু কর্তৃপক্ষ।

PNIe-T NO:- 52/EE-I/2025-26, Dated 29/10/2025

The Executive Engineer, Division No-I, PWD(R&B), Agartala, Tripura (W) invited tender from the eligible bidders up to 15:00 hours on 07-11-2025 for 01 (One) No. Construction / Maintenance works. For details visit https:// tripuratenders.gov.in or contact at Mobile No: 7005317429 for clarifications, if any. Any subsequent corrigendum will be available at the website only.

EXECUTIVE ENGINEER
AGARTALA DIVISION NO-I,
PWD (R & B),
AGARTALA, WEST TRIPURA

ICA/C-276325

Press Notice Inviting e-Tender No.F.2(5)-NTDP/ Solar/2025/639 Dated, Dharmanagar, the 27/10/2025.

Name of work: Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and AMC of 20 kWp hybrid off-grid roof-top (RCC-roof) mounted Solar Photovoltaic Power Plant at North Tripura District Polytechnic, Bagbassa, North Tripura under the AQIS-GAINER Scheme for providing alternative power support. (2nd Call).
DNIT No. No. F.2(5)-NTDP/ SOLAR/2025/643
Estimated Cost: Rs.2000000.00
Earnest Money: Rs.40000.00
Bid submission start date: 27/ 10/2025 from 3:00 PM onwards.
Bid submission end date: 05/11/ 2025 upto 5:30 PM.
Details of tender will be available on website: https:// www.tripuratenders.gov.in. Corrigendum/Addendum, if any, will be published only on the above website.

Sd/-(Dr. Prasun Datta)
Principal-in-Charge &
H.O.O. North Tripura
District Polytechnic
Dharmanagar, North Tripura

ICA/C-2769/25

PRESS NOTICE INVITING e-AUCTION NO: e-PA-01/W/EE/ RDAD/2025-26 Dt.28/10/2025

The Executive Engineer, RD Jirania Division, RD Department, Jirania, West Tripura invites Auction through e-tender from eligible bidders upto 3.00 P.M. on 04/11/2025 for "Dismantling & demolishing of existing school building of Ranirganj Girls H.S. School under Ranirbazar Municipal Council, West Tripura during the year 2025-26 Under RD Jirania Division". For details, visit website https:// tripuratenders.gov.in and contact at 7005296697. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/-
Executive Engineer
RD Jirania Division Jirania,
West Tripura

ICA/C-2773/25

Valedictory Programme

31st October, 2025 at 12:00 Noon

The Valedictory Programme and the Prize Awarding Ceremony of the **State Level Kala Utsav** will be held at 12:00 Noon on 31st October 2025.

It will be graced by the august presence of the following distinguished dignitaries.

Chief Guest
Shri Kishor Barman
Hon'ble Minister, Higher Education , Tripura.

Guest of Honour
Shri Raval Hamendra Kumar
Special Secretary, Education, Tripura.

Special Guests
Shri N. C. Sharma
Director, Secondary Education, Tripura
Shri Animesh Debbarma
Director, Higher Education, Tripura.
Smt. Lalnunnemi Darlong
Director, SCERT, Tripura.

President
Shri Rajib Datta
State Project Director, Samagra Shiksha
(Director, Elementary Education), Tripura

You are cordially invited to celebrate the sublime tapestry of artistry of our students.

Date: 27/10/2025

ICA/D-1245/25

With Regards
Rajib Datta
State Project Director
Samagra Shiksha

রাজ্যে বিভিন্ন স্থানে ঘটা করে পালিত হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পূজা

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: দুর্গাপূজা ও কালীপূজার পর কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হয় দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনা। ঐতিহ্য মেনে এদিন সারা রাজ্যজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশে পালিত হচ্ছে জগদ্ধাত্রী পূজা। চন্দননগরের মতোই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তিন দিনব্যাপী মহাধুমধামে চলছে এই পূজা। তবে উত্তর—পূর্বাঞ্চলের বেশ কয়েকটি স্থানে একই দিনে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীর পূজা সম্পন্ন হচ্ছে। এ বছর বৃহস্পতিবার পড়েছে নবমীর তিথি। ফলে আজ সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন মা জগদ্ধাত্রী যিনি 'জগতের ধাত্রী' বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ধারণকর্তী রূপে পূজিতা হন।আগরতলার ওমা মহেশ্বর মন্দির, ফায়ার সার্ভিস প্রাঙ্গণ এবং ত্রিনয়নী সামাজিক সংস্থা সহ একাধিক স্থানে সকাল থেকেই শুরু হয়েছে জগদ্ধাত্রী পূজার আচার---অনুষ্ঠান। রাজধানীর আনন্দময়ী কালীবাড়িতেও চলছে দেবীর আরাধনা। পূজাকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও ভক্তিভাব লক্ষ্য করা গেছে।অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে রাজধানীর উমা মহেশ্বরী তথা মা আনন্দময়ী আশ্রমে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাৎসরিক জগদ্ধাত্রী পূজা। ভোর থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় উপচে পড়েছে। দেবী জগদ্ধাত্রী, যিনি শক্তির প্রতীক, তাঁর চরণে প্রণাম জানাতে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ভক্তদের সমাগমে ভরে উঠেছে আগরতলা শহর। ভক্তদের বিশ্বাস, মা জগদ্ধাত্রীর পূজায় অংশগ্রহণ করলে জীবনে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সাহসের সঞ্চার ঘটে। পূজা উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে আলোকসজ্জা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে।

জলসংকটে ভুগছে কুমারঘাটের পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি শান্তিপল্লী

আগরতলা, ৩০ অক্টোবরঃ সাপ্লাই লাইন আছে, পাইপ বসানো হয়েছে, কিন্তু তবুও জল নেই। এই চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন কুমারঘাট পূর্ব কাঞ্চনবাড়ি শান্তিপল্লীর বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় জল সরবরাহ কার্যত বন্ধ হয়ে পড়ে ছে। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও কলের মুখে এক ফোঁটা জল পর্যন্ত আসে না। ফলে পানীয় জলের জন্য দূরবর্তী এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

তাঁদের আরও অভিযোগ, সরকারি প্রকল্পে পাইপ বসানো হয়েছে, সাপ্লাইয়ের ঘোষণা হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে জল আসছে না। বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও কোনো সুরাহা মেলেনি। স্থানীয়রা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত সমস্যার সমাধানের দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের কথায়, পাইপ আছে, লাইন আছে, শুধু জলটাই নেই। এই অবস্থায় আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পথচারী যুবকের, শোকের ছায়া এলাকায়

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: বৃহস্পতিবার সকালেই মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তরতাজা যুবক নিরজিৎ দেববর্মা। ঘটনাটি ঘটেছে বিশ্রামগঞ্জ-মেলাঘর সড়কের ২ নম্বর ডন বসকো স্কুলের সামনে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য অনুযায়ী, সকাল প্রায় সাতটার সময় রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী গাড়ি নিরজিৎ দেববর্মাকে ধাক্কা মারে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতাল হয়ে আগরতলার জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু সেখানে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে স্থানীয় এলাকায়। মূলত দ্রুতগতির কারণেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিমত প্রত্যক্ষদর্শীদের। পুলিশ একটি মামলা গ্রহন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

খয়েরপুরে রাস্তার বেহাল দশা, ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকাবাসী

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পশ্চিম চম্পামুড়া ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাঘাটের অবস্থা শোচনীয়। বারবার প্রশাসনের দরজায় কড়া নাড়লেও কোনো ফল মেলেনি। খয়ের পুরবাসীর অভিযোগ,

নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন নেতারা।

প্রতিদিনের যাতায়াতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। রাস্তার গর্তে জমে থাকা জল ও কাদা পথচারীদের বিপদের মুখে ফেলছে বলে অভিযোগ। বর্ষার সময় পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

এলাকার প্রবীণরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, বারবার প্রশাসনের দরজায় কড়া নাড়লেও কোনো ফল মেলেনি। নেতারা ভোটের সময় আসেন প্রতিশ্রুতি দিতে, তারপর আর খোঁজ থাকে না। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিতে হবে প্রশাসনকে। না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

সূর্যের আলোয় আলোকিত ত্রিপুরা

মুফত বিজলী যোজনায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ছুঁয়েছে ৪ মেগাওয়াটের মাইলস্টোন

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: ত্রিপুরার আকাশে সূর্য্যের আলো এখন কেবল উজ্জ্বলতা নয়, নিয়ে এসেছে নতুন আশার আলোও। প্রধানমন্ত্রী সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনার আওতায় রাজ্যে সৌরশক্তি উৎপাদনে এক ঐতিহাসিক মাইলস্টোন ছুঁয়েছেবিদ্যুৎ উৎপাদন পেরিয়েছে ৪ মেগাওয়াটের সীমা।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ১৬,৯৬৫ জন রাজ্যবাসী নাম নথিভুক্ত করেছেন এই প্রকল্পে। তাদের মধ্যে ১,২১০ জনের বাড়িতে সৌর প্যানেল স্থাপন সম্পূর্ণ হয়েছে। এই প্যানেলগুলো থেকেই প্রতিদিন উৎপাদিত হচ্ছে মোট ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ, যা রাজ্যের নবায়নযোগ্য শক্তি খাতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই প্রকল্পের আওতায় অংশগ্রহণকারী বহু পরিবার নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর পাশাপাশি অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে আয়ও করছেন। ইতিমধ্যেই ১৮৭ জন ভোক্তা ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের কাছে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিক্রি করে মোট ৫৩,৫১৪ টাকা আয় করেছেন। এই অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে। সূর্য্য ঘর মুফত বিজলী যোজনা শুধু রাজ্যের ঘরে ঘরে আলো জ্বালাচ্ছে না, বরং গ্রামীণ ও শহুরে পরিবারের আর্থিক স্বনির্ভরতার পথও খুলে দিচ্ছে। একসময় যেখানে সূর্য্যাস্ত মানেই ছিল অন্ধকার নেমে আসা, আজ সেই সূর্য্যই ত্রিপুরার মানুষের জীবনে আলো ও আয়ের উৎস হয়ে উঠেছে।

রাজ্য প্রশাসনের দাবি, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ত্রিপুরা প্রমাণ করেছে উন্নয়নের আলো শুধু বিদ্যুৎ খুঁটিতে নয়, মানুষের মনেও জ্বলে উঠতে পারে, এক পরিচ্ছন্ন ও স্বনির্ভর ভবিষ্যতের স্বপ্ন হিসেবে।

হিটলারের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত পুর নিগমের মেয়র : নবারুণ

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের নির্দেশে দুর্গাপূজোর সময় বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের বই স্টল ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, হিটলারের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত তিনি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ তুলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব।

এদিন নবারুণ দেব বলেন, ডিওয়াইএফআই- র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আগামী ১ নভেম্বর থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত আগরতলা ছাত্র-যুব ভবনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ডিওয়াইএফআই -এর বই উৎসব। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে এই উৎসব। পহেলা নভেম্বর উৎসবের উদ্বোধন করবেন অধ্যাপিকা আলপনা সেনগুপ্ত।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব এবং সভাপতি পলাশ ভৌমিক জানান, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সাংস্কৃতিক চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই বই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদারের নির্দেশে দুর্গাপূজোর সময় বামপন্থী ছাত্র-যুব সংগঠনের বই স্টল ভেঙে দেওয়া নিয়ে।

তাঁরা অভিযোগ করেন, বইয়ের পক্ষে যারা দাঁড়ায়, তাদের ওপর আক্রমণ করা হচ্ছে। অথচ মদ, ড্রাগস, হেরোইন ব্যবসা, তোলাবাজি এবং অনৈতিক কাজের মদত দিচ্ছে আরএসএস ও বিজেপি।

নবারুণ দেব এবং পলাশ ভৌমিক বলেন, মেয়র ও বিজেপি সরকার বই নয়, বরং সমাজবিরোধী কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ দিচ্ছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে এবং বই ও সংস্কৃতির পক্ষে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঘুম নেই সোনামুড়াবাসীর, আঁধার কার্ড সংশোধনে ভোর চারটা থেকে লাইনে সাধারণ মানুষ

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে সরকারি পরিষেবার চিত্রে হতাশ সোনামুড়াবাসী। আঁধার কার্ড সংশোধনের জন্য ভোর চারটা থেকেই লাইন ধরছেন বহু মানুষ। সূর্য্য ওঠার আগেই সোনামুড়া অফিস টিলার আঁধার সেকশনে ভিড় উপচে পড়ছে। তবুও ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও অধিকাংশ মানুষ কাজ সারতে পারছেন না।

প্রতিদিন মাত্র ৩৬ জনের আঁধার সংশোধনের কাজ হচ্ছে বলে জানা গেছে। ফলে বাকিদের আবার পরের দিন আসতে হচ্ছে। দীর্ঘ সাত ঘণ্টা অপেক্ষার পরও লাইন পাওয়া দুষ্কর। ফলে সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে চরম ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।

অফিস সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে আঁধার অফিসে মাত্র একটি কম্পিউটার সচল অবস্থায় রয়েছে। বাকি কয়েকটি যন্ত্রপাতি নষ্ট থাকায় কাজের গতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উপরন্তু কর্মচারী সংকটও সমস্যাকে আরও বাড়িয়েছে।

মহকুমা শাসক দালাল প্রথা বন্ধ করতে কঠোর নিয়ম চালু করেছিলেন। প্রথমদিকে কিছুদিন পরিষেবা স্বাভাবিক থাকলেও এখন ফের অব্যবস্থার চিত্র সামনে এসেছে। নাগরিকদের অভিযোগ, লাইন দেখলে মনে হয় যেন ভোট দেওয়া বা রেশন সামগ্রী নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন সবাই। বাস্তবে তবে এটি নাগরিকদের মৌলিক নথিপত্র সংশোধনের জন্য লাইন। শুধু আঁধার নয়, অফিসটিলায় অন্যান্য সরকারি নথিপত্র তৈরি করতেও একই পরিস্থিতি। লাগাত খবর প্রকাশের পর কিছুদিন পরিষেবা উন্নত হলেও ফের পুরনো দশায় ফিরে গেছে সরকারি অফিসের কাজকর্ম। ভোর থেকে লাইন ধরেও কাজ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ বলছেন, ডিজিটাল ইন্ডিয়ার যুগে এমন পরিষেবা লজ্জাজনক। দ্রুত সমস্যার সমাধান চাই।

উমাকান্ত একাডেমিতে বিমান পরিবহন ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রামের আয়োজন

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: ভারতের বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, এমবিবি বিমানবন্দর, আগরতলার উদ্যোগে বৃহস্পতিবার আগরতলার উমাকান্ত একাডেমি বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ে আয়োজিত হয় এক বিশেষ বিমান পরিবহন ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা কৃষান মোহন নেহরা, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দুলাল দেবনাথ, সহকারী প্রধান শিক্ষক প্রবাল ভৌমিকসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা। কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রামমোহন নাইডুর উদ্যোগে সারা দেশের স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য এই ধরনের ক্যারিয়ার গাইডেন্স প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হল দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বিমান পরিবহন ক্ষেত্রের সম্ভাবনাময় ক্যারিয়ার সম্পর্কে অনুপ্রাণিত করা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা।

অনুষ্ঠানে আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা কৃষান মোহন নেহরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং বিমান পরিবহন শিল্পের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেনযেমন পাইলটিং, বিমান ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ, বিমান নকশা, বিমানবন্দর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

এই উদ্যোগের মাধ্যমে ভবিষ্যতের শিক্ষার্থীরা দেশের বিমান পরিবহন খাতে নিজেদের ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন আয়োজকরা।

৫ নভেম্বর কুমারঘাটের মশাউলিতে ঐতিহ্যবাহী মহারাস উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: ঐতিহ্যবাহী মহারাস উৎসব-২০২৫ এ বছরও কুমারঘাট মহকুমার মশাউলিতে আগামী ৫ নভেম্বর, ২০২৫ উদযাপিত হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অর্থানুকুল্যে মশাউলির লক্ষীকান্ত শর্মা নাট মন্দির ও মধুসূদন শর্মা নাট মন্দিরে অনুষ্ঠতব্য এই উৎসবে ঐ দিন সারা দিন ও সারা রাতব্যাপী রাখাল নৃত্য ও গোপী নৃত্য আয়োজিত হবে। এর সাথে থাকবে মৃদঙ্গ বাদকের দল।

এ উপলক্ষে আজ বিকালে লক্ষ্মীকান্ত শর্মা নাট মন্দিরে একটি প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের দুই দিনব্যাপী নব বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান শুরু হল আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,৩০ অক্টোবর: শুরু হলো বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়ের দুই দিনব্যাপী নব বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠান। আজ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন মাই হোম ইন্ডিয়ান প্রতিষ্ঠাতা সুনীল দেওধর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, রাজ্য সরকারের সমবায় ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, অধ্যক্ষ মনোরঞ্জন দাস, সমাজসেবী দ্বীপায়ন চৌধুরী এবং সায়ন্তন দত্ত সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাই হোম ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সুনীল দেওধর ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ আমলের শিক্ষা তুলে ধরে শিক্ষার সুনাম করেন। বলেন গোটা ভারতবর্ষে যখন শিক্ষা কম ছিল তখন এই রাজ্যের মহারাজারা শিক্ষার প্রসার করেন। বলেন রাজারা রাজমহল পরে তৈরী করেছেন কিন্তু বিদ্যালয় আগে করেছেন। এই প্রসঙ্গে তুমি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের প্রশংসা তুলে ধরেন। বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয় এর কথা তুলে ধরতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনী তুলে ধরেন তিনি। শিক্ষা থেকে উন্নয়ন সবকিছুতেই বর্তমান সরকারের প্রশংসা তুলে ধরে ২০১৮ সালের আগে পূর্বতন সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন কোন কিছুতেই সফলতা পেতে গেলে তার জন্য আইডল তৈরি করতে হয়। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন প্রত্যেকের প্রথম আইডল হচ্ছে মা-বাবা এবং তারপরে শিক্ষক। তাই মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করার কথা বলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর নয়া শিক্ষানীতির প্রশংসা তুলে ধরেন। তিনি বলেন রাজ্যের বহু পুরনো কলেজ হল এই বিলোনিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়। শুধুমাত্র দক্ষিণের জেলাবাসির জন্য নয় সিপাহীজলা বাসীদের জন্যও এই কলেজ ছিল অন্যতম। এই নব বিদ্যার্থী বরণ অনুষ্ঠানের প্রথম দিন যারা সমাজের দর্পণ হিসেবে কাজ করে সেইসব সাংবাদিকদের সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষ এবং বিভাগের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জার ও কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সম্বর্ধনার পাশাপাশি আলপনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রাপকদের পুরস্কৃত করা হয়। আগামীকাল বিদ্যার্থী বরণের দ্বিতীয় দিনে থাকছে ইন্ডিয়ান আইডল খ্যাত সংগীত শিল্পী সেজুতি দাসের মন মাতানো সংগীত সন্ধ্যা।

সামাজিক ব্যাধি নির্মূলে যাত্রাপুর থানার উদ্যোগে সচেতনতা কর্মসূচি, নেশা ও বাল্যবিবাহ রোধে জোর বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ৩০ অক্টোবর: সামাজিক ব্যাধি নির্মূল ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে যাত্রাপুর থানা প্রশাসন। এরই অংশ হিসেবে বাল্যবিবাহ রোধ, সমাজকে নেশামুক্ত করা এবং সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "প্রয়াস" কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

এই কর্মসূচির আওতায় বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, নেশা থেকে যুবসমাজকে দূরে রাখা, রাতের বেলায় বাণিজ্যিক এলাকায় পাহারা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং সড়কে নিরাপদ যানবাহন চলাচল নিশ্চিত করা।

থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মোটরবাইক বা ছোট-মাঝারি গাড়ির চালকরা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালালে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়াও, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো, দুইয়ের বেশি আরোহী নিয়ে যাতায়াত করা বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছাড়া গাড়ি চালানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

গত ২৯ অক্টোবর যাত্রাপুর থানার ওসি সিটি কণ্ঠ বর্ধনের নেতৃত্বে বাঁসপুকুর বাজারে একটি সচেতনতা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী, যানবাহন চালক এবং আশেপাশের পঞ্চায়েতগুলির কর্মকর্তারা।

সভায় বক্তারা বলেন, নেশাগ্রস্ততার কারণে অনেক পরিবার বিপথে যাচ্ছে, এবং অনেক যুবক অতি দ্রুত গতিতে বাইক চালিয়ে নিজের ও অন্যের জীবনের ঝুঁকি তৈরি করছে। এসব বিষয়ের উপর প্রশাসনের তীক্ষ্ণ নজরদারি প্রয়োজন বলে মত দেন স্থানীয়রা। ওসি সিটি কণ্ঠ বর্ধন বলেন, "যাত্রাপুর থানার আওতাধীন এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রশাসন সর্বদা সচেষ্ট থাকবে। নেশা, বাল্যবিবাহ বা ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ পাওয়া গেলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"যাত্রাপুর থানার এই উদ্যোগকে এলাকাবাসী স্বাগত জানিয়েছেন এবং প্রশাসনের সচেতনতা কর্মসূচিকে সমাজের উন্নয়নের জন্য "গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ" বলে উল্লেখ করেছেন।

সিমনা বিধানসভার তুইসিস্তা এলাকাকে পর্যটনের মানচিত্রে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে: বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: সিমনা বিধানসভার অন্তর্গত তুইসিস্তা এলাকাকে পর্যটনের মানচিত্রে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ-এ (পিপিপি) এই এলাকার উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। আজ মোহনপুর মহকুমার হেজামারাস্থিত সুরেন্দ্রনগর ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে রাজ্যভিত্তিক বন্যপ্রাণী সপ্তাহ ২০২৫ এর উদ্বোধন করে বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা একথা বলেন। তিনি বলেন, তুইসিস্তা এলাকায় একটি বেসরকারি সংস্থা পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করবে। সেখানে একটি রিসর্ট গড়ে তোলা হবে। আগামী দিনে এলাকায় ইকো ট্যুরিজম গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বনমন্ত্রী বলেন, তেলিয়ামুড়ায় প্রজেক্ট এলিফেন্ট গড়ে তোলার জন্য ৯৮ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। আগামীদিনে এই প্রকল্পের জন্য আরও অর্থ বরাদ্দ করা হবে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা বলেন, মানুষের মতোই বন্য প্রাণীদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে বন্য প্রাণীরা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। তাই যেকোন মূল্যে বন্য প্রাণীদের আমাদের রক্ষা করতে হবে। সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় রাখার স্বার্থে এবিষয়ে সবাইকে উদ্যোগ নিতে হবে। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিসিসিএফ চৈতনা মূর্তি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেজামারা বিএসি"র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যানাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য (শিক্ষা) রবীন্দ্র দেববর্মা, পিসিসিএফ ও এইচওএফএফ আর কে শ্যামল, বন দপ্তরের স্ক্যাটফর্ম প্রজেক্টের সিইও এবং পিডি পি এল আগরওয়াল, সিসিএফ (টেরিটোরিয়াল) কে শশীকুমার, সিএফ (ওয়াইল্ড লাইফ এন্ড ইকো ট্যুরিজম) আর অরুণ কুমার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর এবং স্বসহায়ক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে ২৪টি স্টল খোলা হয়। অনুষ্ঠানে জনসাধারণের মধ্যে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হয়।

পুলিশি অভিযানে তির জুয়া চক্রের ১১ সদস্য গ্রেপ্তার, নগদ অর্থ ও সরঞ্জাম উদ্ধার

আগরতলা, ৩০ অক্টোবর: রাজধানীর পূর্ব থানার পুলিশের সফল অভিযানে বড়সড় তির জুয়া চক্রের পর্দাফাঁস হল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার আগরতলার বনকুমারী বাজার ও সেন্ট্রাল রোড এলাকায় ব্যাপক অভিযান চালিয়ে পুলিশ মোট ১১ জন তির জুয়াড়িকে আটক করে। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন পূর্ব থানার ওসি সুব্রত দেবনাথ।

তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় গোপনে তির জুয়া খেলা চলছিল বলে খবর ছিল। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বৃহস্পতিবার সকালে পরিকল্পিতভাবে অভিযান চালিয়ে ১১ জনকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।

অভিযানের সময় পুলিশ জুয়া খেলার সরঞ্জাম, নগদ প্রায় ১১ হাজার টাকা এবং একাধিক মোবাইল ফোন উদ্ধার করে।প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, আটক ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে তির জুয়ার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং এই জুয়ার মাধ্যমে অবৈধভাবে মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন চলত।

ওসি সুব্রত দেবনাথ জানান, বহুদিন ধরে এই তির জুয়া চক্রের ওপর নজর রাখছিল পুলিশ। অবশেষে গোপন সূত্রের তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে সাফল্য মিলেছে। এই ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। আটককৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত করছে পুলিশ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas